ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন, আর মুসলমান না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না[১]

[Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam, and do not die except as Muslims]

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ

শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম বা ইসলাম ধর্ম। তাই পার্থিব এবং পরকালের জীবনের শান্তির জন্য কুরআন এবং সহীহ হাদিসের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। ইসলাম (আল-ইসলাম) একটি একেশ্বরবাদী এবং ইব্রাহিমীয় ধর্ম বিশ্বাস যার মূল শিক্ষা হলো এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেহ ইলাহা নেই এবং মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবি ও রসূল। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম (কুরআন ও সহীহ হাদিস) অনুসরণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করে সেই মুসলমান। একজন মুসলিম সংজ্ঞানুসারে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলার) বিধি (কুরআন ও সহীহ হাদিস) মোতাবেক আত্মসমর্পণ করে ও আনুগত্য স্বীকার করে। আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআন ওয়াহীয়ে মাতলূ অর্থাৎ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক পঠিত হয়ে তাঁর মাধ্যমে নবি মুহাম্মদ (স)কে দেয়া হয়েছে। আর সহীহ হাদিস হলো গায়ের মাতলূ অর্থাৎ যা পঠিত হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নবি (স) এর অন্তরে সংস্থাপিত করেছেন। কুরআনও ওয়াহী, সহীহ হাদিসও ওয়াহী।[২]
-'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম; আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি; ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম'- সূরা আল মা-য়িদাহ ৩। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে সহীহ তরিকায় ইসলাম পালন ও চর্চা করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদেরকে বহু পরীক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রথমে হলো ইবলীসের প্রতিবন্ধকতা, 'হে মু'মিনরা! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরর করো না, যদি কেউ শয়তানের অনুসরণ করে, তবে সে তো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়'- সূরা নূর ২১। 'মুশরিককে এড়িয়ে চলুন'- আন-আম ১০৬; 'কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'- সূরা নিসা ১০১। 'আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেনা ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ না তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন'- সূরা বাক্বারা ১২০। 'হে মু'মিনরা! ইহুদী ও নাছারাকে গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে তারাই পরস্পর বন্ধু; তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধু করবে সে তাদের দলভুক্ত'- সূরা মা-য়িদাহ ৫১। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ইরান এবং ইয়েমেন ছাড়া আরবীয় মুসলিম দেশগুলোর সরকার প্রধানগণ বিশেষ করে সৌদি আরব, কাতার, এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ইহুদী ইজরাঈল ও খ্রিস্টান যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট বন্ধু যারা ফিলিস্তিনদের জন্মভূমি দখল ও হত্যার জন্য সমরাস্ত্র ক্রয়ের নামে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে। 'তোমদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া কাকেও বিশ্বাস করো না'- সূরা ইমরান ৭৩। অতএব, শয়তান, মুনাফিক, মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান সকলেই ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর মুসলমানগণ তাদের ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে তখন আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছে। উদাহরণ হলো, স্পেনে মুসলমানদের শাসন এবং শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারনের ঘটনা। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মাটিতে পা রাখে মুসলিম বাহিনী এবং ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ২রা জানুয়ারী মুসলমালদের শাসনের পতন ঘটে। নবাব সিরাজউদৌল্লাহ ও মীর জাফরের মতই গ্রানডার মুসলিম শাসক ও প্রশাসকরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অর্থের বিনিময়ে খ্রিস্টান শক্তির পক্ষে কাজ করা, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে মুসলমানদের পতন হয়। ১৫০১ সালে কেস্টইলে এক রাজকীয় আদেশে ঘোষণা করা হয়, স্টোইল আর লিয়নের সব মুসলিমকে হয় খ্রিস্টান হতে হবে, না হয় স্পেন ছেড়ে যেতে হবে। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র স্পেনে ইসলামি বিশ্বকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্পেন সম্পূর্ণ রূপে মুসলিম শূণ্য হয়ে যায়। গ্রানাডা পতন ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলিম নির্বাসিত অথবা নিহত হয়।[৩,৪]
ইতিহাসে মুসলমান তথা মুসলমান শাসকদের অধঃপতন বিশেষ করে কুরআনের বিধান অনুসরণ না করে মুনাফেক, মুশরিক, ইহুদী বা খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করার কারণে রাজ্যহারা, দেশ হারা এমনকি ধর্মহারা হতে হয়েছে। তাই ইসলামের ইতিহাসের কতিপয় ঘটনার টাইমলাইন সারসংক্ষেপ দেয়া হলো।

ইসলামের ইতিহাসের টাইমলাইন[৫-৭]

- ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স) এর জন্ম মক্কা নগরীতে।
- ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (স) ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়াত প্রাপ্ত হন।
- ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।
- ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কা জয় এবং অ্যারাবিয়ান উপদ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করেন।
- ৬১০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দে কুরআন নাযিল হয়।
- ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ওহুদের যুদ্ধ হয়।
- ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (স) এবং মক্কার কুরাইশদের সন্ধি হয়।
- ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রসূল (স) বিদায় হজ্জ ও ভাষণ দেন।
- ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রসূল (স) ইনতিকাল করেন।
- ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত আবু বক্কর সিদ্ধিক (রা) প্রথম খলিফা হন।
- ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হযরত ওমর (রা) খলিফা হন।
- ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্বরোমের রাজধানী বাইজানটিয়াম দখল করে।
- ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আরব যাকে শামস বলা হতো যা বর্তমানের সিরিয়া, প্যালেসটাইন, লেবানন এবং ইরাক দেশে ইসলাম পৌঁছে।
- ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানগন মিশরে প্রবেশ করে।
- ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে উসমান (রা) তৃতীয় খলিফা হন।

●৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ৩য় খলিফা হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলন করেন। ●৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানেরা মেসোপোটেমিয়া জয় করে।

●৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ●৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ হযরত আলী (রা) ৪র্থ এবং শেষ খলিফা হন।

●৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) হত্যার ফলে খুলাফায়ে রাশিদীনের শেষ হয়। ●৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত ছিল ইসলাামের দ্বিতীয় খিলাফত।

●৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) এর ওফাতে পর, তার পুত্র হাসান (রা), এক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে উমাইয়া বংশের অধিপতি মুয়াবিয়া (রা)কে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে।

৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ উমাইয়া খিলাফত

খুলাফায়ে রাশিদীনের পতনের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন তা উমাইয়া খিলাফত নামে পরিচিত। এই বংশটি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। মুয়াবিয়া ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে প্রায় ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত আলী (রা) এর সাথে খিলাফতের দন্দ্ব, রাজতন্ত্রের সূচনা, দামেস্কে রাজধানী স্থাপন ইত্যাদি সমালোচানা মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন।

ইয়াযিদ এর শাসন আমল

মুয়াবিয়া (রা) এর পুত্র ইয়াজিদ এর মায়ের নাম ছিল মায়সুন, সে একজন কালবাইট খ্রিস্টান ছিলেন। বাল্যকালে ইয়াযিদ খ্রিস্টান পরিবেশে বড় হয়। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ ৬৮০ সনের এপ্রিল মাসে মসনাদে আরোহন করে। তিনি ৬৮০ থেকে ৬৮৩ সাল পর্যন্ত তিন বছর শাসন করেন। ইয়াজিদের রাজত্বকালে তিনটি দুষ্কর্মের জন্য কুখ্যাত হয় যথা- (ক) প্রথম বছর সে হুসাইন-বিন-আলীকে হত্যা করে, (খ) দ্বিতীয় বছর মদীনা লুন্ঠন করে এবং (গ) তৃতীয় বছর কাবা শরীফের উপর হামলা করে।

কারবালা যুদ্ধের ফলাফলে শিয়া সম্প্রদায়ের জন্মলাভ করে। হযরত আলী (রা) এবং ইমাম হুসাইনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা হযরত আলী (রা) এবং ফাতেমার বংশধরকে একমাত্র খলিফার দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করে। তারা ইসলামের মূল ধারা হতে পৃথক মতবাদ সৃষ্টি করে। এভাবে তারা শিয়া সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ ইসলামী ঐক্যে ভাঙ্গন, হাশিমী-উমাইয়া বিরোধ এবং ইয়াজিদ কর্তৃক মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ, এবং মক্কা অবরোধে পবিত্র কাবাঘরে অগ্নি সংযোগ করে। ইতোমধ্যে ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২৭ নভেম্বর ইয়াজিদের মৃত্যু হলে সিরীয় বাহিনী দামস্কে প্রত্যাবর্তন করে। উল্লেখ্য, শিয়া ও সুন্নী বিভাজন কিন্তু ইসলাম এবং মুসলমান শব্দের সমার্থক শব্দ নয়।

●৭১১ খ্রিস্টব্দে মুসলমানেরা পশ্চিমে স্পেনে এবং পূর্বে ভারতে প্রবেশ করে। অবশেষে অধিকাংশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (Iberian Peninsula) সমাপূর্ণ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

●৭৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানেরা ফান্সের পয়টিয়ার্স চালইস মার্টেল (Potiers in France by Charles Martel) কর্তৃক পরাভূত হয়।

●৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উসমাস হতে আব্বাসীয় খিলাফত (Abbasids from the Uthman) শাসনভার গ্রহণ করে বাগদাদে শাসন স্থানান্তরিত করে।

●৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত (Umayyad Caliphate) ইসলামী বিশ্ব শাসন করেছে এবং উত্তর আফ্রিকা, স্পেন এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায় মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারিত করে। দামেস্কের উমাইয়া খিলাফত আব্বাসীয়দের দ্বারা উৎখাত হয়েছিল।

●৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসিড খলিফত (Abbasid Caliphate) সময়কে ইসলামের সভ্যযুগ (golden age) বলা হয়।

●১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাইজেরিয়াসহ আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

●১০৯৬-১২৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি অনুক্রম ধর্মযুদ্ধ (Crusades) পবিত্র জমির বৈধতা অর্জন।

●১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের নিকট থেকে ইউরোপিয়ান ধর্মযোদ্ধারা জেরুজালেম দখল করে। পরবর্তীতে মুসরমানেরা ইউরোপিয়ান ধর্মযোদ্ধাদের পরাজিত করে পুনরায় জেরুজালেন দখল নেয়।

●১১২০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র এশিয়ায় ইসলামের বিস্তার ঘটে। মালয়েশিয়ার ব্যবসাদার বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

●১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলিয়ান সৈন্যগণ বাগদাদ দখল করে ফলে আব্বাসিড খলিফত হ্রাস পায়।

●১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যানাটোলিয়া, টার্কিতে অটোম্যান সাম্রাজ্য প্রতিষ্টিত হয়।

●১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোম্যান সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপল (constantinople) দখল করে ফলে বাইজেন্টাইন (Byzeantine) সাম্রাজ্যের অবসান হয়। কনস্টাইসোপল নাম পরিবর্তন করে ইস্তাসবুল (Istanbul) রাখা হয়।

●১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে অটোম্যান সাম্রাজ্য সৈন্যগণ কর্তৃক ভিয়েনা মার্ক অবরোধ করে অকৃতকার্য হয়।

●১৮০০ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০% আফ্রিকান মুসলমানকে ক্রীতদাস হতে বাধ্য করে।

●১৮০০-১৯০০ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্যের সম্পাপ্তি ঘটে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসী পূর্ণ অঞ্চল ইউরোপীয়ান উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ঐতিহ্যগত ধর্মীয় পালন পদ্ধতি ভয়-প্রদর্শক অবস্থা এবং কতিপয় ক্ষেত্রে ধ্বংস বা বিনাশ করে দেয়।

●১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ফার্ড (WD Fard) কাদীয়ানী ইলিয়াসকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

●১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮১তম প্রস্তাবে প্যালস্তাইনকে দুইভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রাষ্ট্রপুঞ্জে। ঠিক হয়, প্যলেস্তাইনকে ভেঙ্গে একটি ইগুদি রাষ্ট্র এবং একটি আরব দেশ তৈরি করা হবে। এরপর ১৯৪৮ সালের ১৪ মে পৃথক ইজরাঈল রাষ্ট্রের গঠন হয়। আর তার সঙ্গেই আরব-ইজরাঈল যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯৪৯ সালে ইজরাঈলের জয়ের মাধ্যমে সেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। সেই যুদ্ধে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার প্যালেস্তিনীয় ঘরছাড়া হয়। এরপর ওই অঞ্চল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, পৃথক রাষ্ট্র ইজরাঈল, জর্ডান নদীর তীরে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, এবং গাজা। ইহুদী ইজরাঈলে এবং খ্রিস্টান

আমেরিকা প্যালেস্তাইনদের নিমূল করার জন্য ২০১৮ সনে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যালেস্তিনীয় শরনার্থীদের ত্রাণের অর্থ জোগান দেওয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের তহবিলের বন্দ করে দেয়। এছাড়া তেলা আভিভ থেকে আমেরিকার দূতাবাস জেরুসালেমে সরিয়ে নেয় এবং ইজরাঈল সমগ্র জেরুসালেমকে নিজেদের রাজধানী বলে দাবি করে। হামাস একটি স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন হওয়া স্বত্তেও ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করে খ্রিস্টান আমেরিকা। অপরদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোর মুসলমান সাধারণ জনগন প্যালেস্তিনীয় জনগণের পক্ষে থাকলেও সেসব দেশের শাসকেরা খ্রিস্টান ও ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে সকল ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানে ইসলামিক রিপাবলিক বিপ্লব ঘটে।

বিংশ শতাব্দীতে (Twentieth century; 1900-2000) মুসলমানদের উপর ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আগ্রাসন

বিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান দেশ আমেরিকা এবং ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাঈল একক ও সম্মলিতভাবে মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রাসন ভূমিকা পালন করে। ইজরাঈল ও প্যালেসটাইন দ্বন্দ্বে আমেরিকার পক্ষপাতিত, আমেরিকার বৈদেশিক নীতি, প্যালেসটাইনদেরকে নিজ বাড়ীঘর থেকে বিতরণে সয়হায়তা, ইজরাঈলকে আর্থিক, সামরিক সমর্থন এবং মধ্যপাশ্চের প্রায় সকল বিষয়ে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলে ইহুদিবাদী ইজরাঈল সরাসরি মুশরেক দেশ ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ জাহাজসহ বিভিন্ন যুদ্ধের অস্ত্রপাতি সরবারহ করে যা দিয়ে ইস্ট পাকিস্তানের যুদ্ধে ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সম্প্রতি মে ২০২৫ মাসে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলে ইহুদীবাদী ইজরাঈল ঘোষণা দিয়ে মুশরেক রাষ্ট্র ভারতকে ড্রোন ও অন্যান্য যুদ্ধের অস্ত্র পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য, ইজরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই দর্শন স্পেনের মতো তাদের দেশকে মুসলমান শূণ্য করা। এমনকি নেতানিয়াহু সমগ্র আরব অঞ্চলকে দখল করে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা এবং একইভাবে মোদীর দর্শন দক্ষিণ এশিয়ার সকল মুসলমানকে মেরে ফেলে বা আমেরিকা ও ব্রিটিশদের মতো মুসলমানদেরকে ক্রিতদাস বানিয়ে বৃহৎ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা।

একবিংশ শতাব্দী (Twenty first century; 2001-2100) মুসলমানদের উপর ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আগ্রাসন

ক. ইরাকের মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের আগ্রাসন

১৯ মার্চ ২০০৩ তারিখ খ্রিষ্টান দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং পোল্যান্ড এর সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম রাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে ২৯ হাজার ১৬৬টি বোমা এবং রকেট ফেলে পরিকাঠামোর বড় অংশ মাটিতে মিশে যায়। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলে। ব্রিটিশ এনজিও বেবিকাউন্টের হিসাব সাত হাজারের অধিক বেসামরিক মানুষ মারা যায়। সবমিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দুই লাখ থেকে ১০ লাখের মধ্যে।[৮-১০] আইন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কাই অ্যামবোস ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ‘যেভাবে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছে, তা জাতসংঘের চার্টার ও আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে এই আগ্রাসন হয়নি।’ এছাড়া অ্যামবোস জানিয়েছেন, ‘এখানে আত্মরক্ষার কোন বিষয় ছিল না।’ তাছাড়া সেই সময়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কোফি আন্নান বলেছিলেন, ওই আগ্রাসন ‘বেআইন’। উপরন্ত মার্কিন সেনারা বেসামরিক নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার ও গুলি করে হত্যা করে। অতএব ইহা প্রমাণিত যে, ইরাকের মুসলমানদের উপর অমানবিক অত্যাচার এবং হত্যাকান্ড ছিল খ্রিস্টানদের আইন বিরোধী এবং বেআইনি আগ্রাসন।[৯]

খ. লিবিয়ার মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের আগ্রাসন

যুক্তরাষ্ট্রের লিবিয়া আগ্রাসন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অজুহাত সৃষ্টি, লিবিয়ার সরকার ১৯৮৬ সালের বার্লিন ডিস্কোথেকের বোমা হামলায় জড়িত ছিল, যেখানে বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছিল। এছাড়া ২০১১ সালে আরব বসন্তের সময় খ্রিস্টানরা লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় এবং সে সুযোগে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের ন্যাটো জোটের খ্রিস্টানদের সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ বিমান হামলায় সাধারণ বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এর ফলে লিবিয়ার শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির অবসান ঘটে এবং তার মৃত্যু হয়। খ্রিস্টানদের পরিকল্পনায় বর্তমানে লিবিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অস্থির একটি দেশে পরিণত হয়েছে।[১১-১৩] দেশটিতে এখনো বিভিন্নভাবে সশস্ত্র গোষ্ঠির মধ্যে যুদ্ধ চলছে এবং খ্রিস্টানরা উপভোগ করছে। আরও উল্লেখ্য, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা ১০ লক্ষ মুসলিম ফিলিস্তিনদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করে লিবিয়ায় স্থানান্তর করে সমগ্র অঞ্চল খ্রিস্টান ও ইহূদী রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত করা। এই পরিকল্পনায় আরবীয় তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র খ্রিস্টান ও ইহুদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করছে।

গ. ২০০১-২০২১ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের আফগানিস্তানে আগ্রাসন

আলকায়দা কর্তৃক ৯/১১ টুইন টাওয়ার ধ্বংশের অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ২০০১ হতে ২০২১ পর্যন্ত আগ্রাসন চালায়। খ্রিস্টান যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের সাথে জড়িত ছিল খ্রিস্টান ন্যাটো সদস্য এবং মিত্রবাহিনীর সদস্য। এই যুদ্ধে প্রায় ৪,৩২,০০০ জন সাধারণ মুসলমান নাগরিক এবং ৬৬,০০০ আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য শহীদ হয়। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ২৪০০ জন এবং ন্যাটো ও মিত্র বাহিনীর ১১০০ জন সদস্য নিহত হয়। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল বেআইনি এবং যুদ্ধে আমেরিকা অকৃতকার্য হয়।[১৪,১৫] এবার ফিলিস্তিনদের সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি যোদ্বারা এবং খ্রিস্টান রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র হুতিদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারছে না। সেকারণে খ্রিস্টান রাষ্ট্র ইহুদি রাষ্ট্রকে বাঁচাতে ওআইসির সাহায্য চাইল যুক্তরাষ্ট্র কারণ এরা নামধারী মুসলমান সংস্থাটির বন্ধু হলো ইহুদি এবং খ্রিস্টান রাষ্ট্র।

ঘ. ২০২৩ হতে অধ্যবধি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্যালেসটাইনে আগ্রাসন

২০২৩ হতে ২০২৫ সালের ৭ই মে পর্যন্ত প্যালেসটাইনে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আগ্রাসনে প্রায় ৫৫,০০০ হাজার মানুষ (৫৩,২৫৩ প্যালেস্তিনীয় মুসলমান এবং ১৭০৬ জন ইজরাঈলী) মৃত্যু বরণ করে। প্যালেসটাইরে মুসলমানদের নিধনের জন্য এবং তাদের জন্মভূমি থেকে উৎখাত করার জন্য ইজরাঈলের সাথে খ্রিস্টান রাষ্ট্র আমেরিকা যুদ্ধ পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ফিলিসস্তিন গাজার প্রায় সকল তাদের বাসস্থান বোমা মেরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে।[১৬-১৮]

কুরআন ও হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামের জীবন দর্শনের মৌল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন এবং আল-হাদিস। কুরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে আর সহীহ হাদিস সেই মৌলনীতির আলোকে সেটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে। তাই সহীহ হাদিস হচ্ছে কুআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, কুরআনের বাহক বিশ্বনবী (স) পবিত্র জীবন চরিত্র, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশবলির বিস্তৃত উপস্থাপনা। সুতরাং কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, সহীহ হাদিস আর বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড আর সহীহ হাদিস সে হৃৎপিন্ডের সংযুক্ত ধমনী। অতএব ইসলামী জীবন-দর্শনে কুরআনের সাথে সাথেই এর অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[২,১৯]

আল কুরআন হলো মুসলমানদের ধর্মীয় প্রবিত্র গ্রন্থ। এটি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, যা সরাসরি বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, 'আর সে মনগড়া কথা বলে না; এটা তার কাছে আসা প্রত্যাদেশ, মহাশক্তি জিবরাইল (আ.) শিক্ষা দেয়'-সূরা নাজ্বম ৩-৫। কুরআন ইসলাম ধর্মের ভিত্তি এবং মৌলিক উৎস। এতে মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক নির্দেশনা রয়েছে, যেমন- ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, এবং সামাজিক নিয়ম-কানুন। 'এটা (কুরআন) মানুষের জন্য দলিল, আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও দয়া'-সূরা জ্ব-ছিয়াহ ২০। 'যে আমাকে ভয় করবে, কুরআন দিয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করুন'- সূরা ক্ব-ফ ৪৫। অপরদিকে হাদিস হলো নবী করিম মুহাম্মদ (স) এর জীবন এবং কাজের সব কিছুই সংকলিত করা হয়েছে। হাদিস কুরআনকে ব্যাখ্যা করতে এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'আর রসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর। আর অল্লাহ্কে ভয়কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠিন'- সূরা আল হাশর ৭। তাছাড়া, এটি ইসলামি জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাই হাদিসকে ইসলামি সভ্যতার মেরুদন্ড বলা হয় এবং ইসলামে ধর্মীয় আইন ও নৈতিক দিক নির্দেশনার উৎস হিসেবে হাদিসের কর্তৃত্ব কুরআনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

'ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন'- আল ইমরান ১৯। 'আর মুসলমান না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না'- আল ইমরান ১০২। 'অতএব তোমরা মরোনা, মুসলমান না হয়ে'- বাক্কারাহ ১৩২। 'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে তা কখনও কবুল করা হবে না'- আল ইমরান ৮৫। 'আপনার প্রতি আমি যে কিতাব অবতীর্ন করেছি তা সম্পূর্ণ সত্য যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক'- আল ফাত্বির ৩১। 'আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম। মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা, হেদায়ত ও সুসংবাদরূপে'- আল নহল ৯০। 'এটি তো সমগ্র বিশ্বসাসীর জন্য উপদেশে বৈ কিছু নয়'- আল ইয়ুসুফ ১০৪। 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সংরক্ষণও আমি করব'- আল হিজর ৯। 'পূর্বের লোকদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র বিধান; আপনি কখনও আল্লাহর বিধানের পরিবর্তন পাবেন না'- আল আহযাব ৬২।

'আর মুহাম্মদ তো একজন রসূল মাত্র'- আলে ইমরান ১৮৮। 'আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি'- বাক্বারাহ ১১৯। 'হে নবী! আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি'- আল আহযাব ৫৬। 'যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার অণুকরণ কর'- আলে ইমরান ৩১। 'আমি এ কথা বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি যা আমার প্রতি নাযিল হয়'- আন-আম ৫০। 'এটা বিশ্ব রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, আর সে যদি আমার উপর কিছু বানিয়ে বলত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, পরে তার হৃৎপিন্ডের শিরা কর্তন করে দিতাম। অতঃপর তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারতো না'- আল হা-ক্বক্ব ৪৩-৪৭।

অতএব, কুরআনের অরিজিন্যাল কপি সংরক্ষিত রয়েছে লাওহিম মাহ্ফুজে- সূরা বুরুজ্ব-২২ এবং পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে অবিকৃত অবস্থায় কুরআন যার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা নিজে গ্রহণ করেছন। তবে বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অর্থসহ প্রকাশিত কিতাবে ভাষাগত কিছুটা পার্থক্য হলেও আরবী ভাষায় কুরআন রয়েছে অবিকৃত অবস্থায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবদ্দশায় কুরআন ও হাদিস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য কুরআন সংরক্ষণ ও হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ (স) এর জীবদ্দশায় তার তত্ত্বাবধানে প্রথম পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এগুলো এক জায়গায় একত্রিত করা হয় নি। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর এর যুগে দ্বাদশ হিজরি সালে ইয়ামামার যুদ্ধ সত্তর জন হাফেজ কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে জিহাদে হাফেজগন শহীদ হতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই হযরত ওমরের (রা) অনুরোধে খলিফা হযরত আবু বকর (রা) আদেশে কুরআনের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করে আল কুরআনের সংকলন ও গ্রন্থাকারে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পায় তৃতীয় খলিফা উসমান ইবন আফ্ফান (রা) এর খেলাফত কালে। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) মুসলিম জাতির জন্য আল কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন (২৩/৬৪৪-৩৫/৬৫৫) যা ছিল নবী (স) এর ওফাতের প্রায় বিশ বছর পর। অদ্যবধি কুরআন ১৪৫০ বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে রয়েছে।

হাদিস কি

হাদিস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কথা ও বাণী। ইসলামি পরিভাষায় নবী হিসেবে রসূলুল্লাহ (স) সমগ্রিক জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন তাকে হাদিস বলা হয়। হাদিসকে সুন্নাহও বলা হয়। তবে সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম। হাদিস হচ্ছে রসূল (স) এর জীবনলেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। যেমন কুরআনে শুধু বলা হয়েছে- 'সালাত কায়েম কর', 'যাকাত দাও', হজ্ব আদায় কর, ইত্যাদি ইবাদত। কিন্তু কীভাবে সালাত কায়েম করতে হবে, কীভাবে যাকাত দিতে হবে, কী ভাবে হজ্ব করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নাই। তাই নবি (স) এর জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বহু কাজকর্ম লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা, সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত নির্দেশ প্রদান করা হতো। তাই যখনই ধর্মীয় কোন হাদিসের প্রয়োজন হলে এবং মহানবী (স) কোন হাদিস বর্ণনা করার সাথে সাথে বিশেষ করে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার হাদিস সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা হতো যা এখনও সেসব হাদিসের নিয়ম চালু রয়েছে যেমন জানাজার নামাজ, কবর দেয়ার পদ্ধতি, পবিত্রতা অর্জন (ফরজ গোছল) ইত্যাদি।

হাদিস সংকলনের ইতিহাস

কুরআন শরীফে থাকা ইসলামি বিধি-বিধানের বিশ্লেষণ এবং তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে হাদিসে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাইল আলাহিস সালামের মাধ্যমে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রধানত দুই প্রকারের অহি নাযিল হয়েছে। প্রথমটি হলো প্রকাশ্য (প্রত্যক্ষ) ও পঠিত অহি যার মাধ্যমে ৩০ পারা কোরআন নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো অপ্রকাশ্য (পরোক্ষ) বা গোপন তথা অপঠিত অহি যার মাধ্যমে নবী করিম (স) নিজের ভাষা, কথা, কাজ এবং সম্মতির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। এগুলোই হাদিস নামে পরিচিত।

হজরত রসূলুল্লাহ (স) এর বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাহাবিরা হাদিস সংরক্ষণ করেন প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে যথা-(ক) উম্মতের নিয়মিত আমল, (খ) সাহাবিদের কাছে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদিস, (গ) হাদিস মুখস্ত করে স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চিত রেখে বর্ণনা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রচার।

হজরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) হাদিস লিখে রাখতেন। সংকলনটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লিখিছিলেন। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়, নবী করিম (স) এর সময় থেকে হাদিস লেখার কাজ শুরু হয়। তাই মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় হাদিস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) সর্বপ্রথম হাদিস লিখে রাখার কাজ করেন। এসময় অনেক সাহাবিই হাদিস লিখে রাখেন।

মহানবির (স) ইন্তিকালের (in 632 CE) পর ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর সাহাবিগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও বসতি স্থাপন করেন। ইসলামি হুকুমাত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মানব জীবনে ইসলামি বিধিবিধান অনুসরণ, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই সহীহ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনতা দেখা দেয়। সাহাবিদের শাহাদাতবরণ ও তিরোধানে হাদিস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তবে সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে- খারেজি, রাফেজি, মুতাযিলা ও বিদআতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে তারা অনেকেই মহানবী (স) এর হাদিস পরিবর্তন এনে হাদিস বর্ণনা শুরু করে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের বর্ণিত ও লিখিত হাদিসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। এ সময় খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে সংগ্রহীত হাদিসের বিভিন্ন সংকলন সিরিয়ার রাজধানী দামেশক পৌঁছাতে থাকে। খলিফা সেগুলোর একাধিক পান্ডলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়।

হিজরির দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে তিন জন বিশিষ্ট হাদিসের ইমাম ও তাঁদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থ বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল যেমন-ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মুআত্তা গ্রন্থ, ইমাম শাফিঈ (র) ও তার কিতাবুল মুসনাদ, এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও তাঁর মুসনাদ গ্রন্থ।

পরবর্তীতে মহানবি (স) ইন্তিকালের প্রায় ২১৪ বছর পরে সহীহ বুখারী, ২৪৩ বছর পরে সহীহ মসলিম, ২৫৭ বছর পরে সুনানে আবু দাউদ, ২৬০ বছর পরে জামিয়াত তিরমিজি, ২৮৩ বছর পরে সুনানে নাসাঈ এবং ২৫৫ বছর পরে সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি হাদিস গ্রন্থে হাজার হাজার হাদিস রয়েছে যেমন সহীহ বুখারীতে রয়েছে প্রায় ৭,৫৬৩টি হাদিস। সুনানে আবু দাউদে রয়েছে ৪,৮০০টি। সহীহ মসলিমে রয়েছে ৭,২৭৫টি। জামিয়াত তিরমিদিতে রয়েছে ৪৪০০টি হাদিস, সুনানে ইবনে মাজাহতে

রয়েছে ৪,৩৪১টি এবং সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে রয়েছে ৫,৭০০টি হাদিস।

বর্তমানে হাদিস গ্রন্থের তালিকা রয়েছে প্রায় ১৫টি গ্রন্থ যথা- (১) মুয়ত্তা মালিক, (২) মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, (৩) মুয়াত্তা মুহাম্মদ, (৪) কিতাবুর আছার, (৫) মুসনাদ আবী হানীফ, (৬) ত্বহাবী শরীফ, (৭) বুখারী, (৮) মুসলিম, (৯) তিরমিজি, (১০) আবূদাউদ, (১১) নাসাঈ, (১২) ইবনু মাজাহ, (১৩) সহীহ ইবনু হিব্বান, (১৪) সহীহ ইবনু খুজাইমাহ, এবং (১৫) সুনানু বায়হাক্বী। সর্বোচ্চ হাদিস বর্ণনাকারী পাঁচ জন সাহাবী যথা- (ক) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) (প্রকৃত নাম- অবদুর রহমান) বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি, (খ) উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)- ২২১০টি, (গ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)- ১৬৬০টি, (ঘ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ১৬৩০টি, এবং (ঙ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)- ১৫৪০টি।

কিছু হাদিসে সন্দেহজনক ও এমনকি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য হাদিসের প্রমাণীকরণ ইসলামে অধ্যায়নের একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠে। তাই বিশ্বস্ততা হিসেবে হাদিসকে তিন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে যথা- সহীহ হাদিস (প্রমাণিক), হাসান হাদিস (মধ্যম মানসম্পন্ন) এবং যায়ীফ হাদিস (দুর্বল)।

হাদিসের প্রধানত ছয়টি গ্রন্থ এবং গ্রন্থ সমূহে হাদিসের সংখ্যার ব্যাপক পার্থক্য এবং বিশ্বস্ততা হিসেবে তিন প্রকারের হাদিসের বর্ণনা যা কোন হাদিসের গ্রন্থে পৃথক করে সংকলন ও প্রকাশ করা হয়নি। হয়তো সে কারণে পবিত্র কুরআনের বিপরীতে কতিপয় মুসলমান বিশ্বাস করেনা যে, হাদিস (বা অন্তত সব হাদিস নয়) ঐশ্বরিক উদ্ঘাটন। বরং কতিপয় বিপদগামী মুসলমান বিশ্বাস করে, ইসলামি নির্দেশনা শুধুমাত্র কুরআনের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত এবং এভাবে তারা হাদিসের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে। তবে তাদের এই ধারণা ও বিশ্বাস বৃহত্তর ইসলামি সমাজে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং হাদিসের প্রামাণ্যতা বিষয়ে যুগে যুগে শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

কুরআনের কতিপয় আয়াত অনুযায়ী জাল হাদিস সৃষ্টির রহস্য

'শয়তান বলল, হে আমার রব! বিপথগামী তো আমাকে করলেন, অবশ্যই আমি দুনিয়াকে মানুষের জন্য মনরম করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব'- সূরা আল হিজর ৩৯। 'আমার বান্দাদের উপর তোমার ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে ভ্রান্তদের উপর যারা তোমার অনুগত'- সূরা- আল হিজর ৪২। এ আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট মানুষকে পথভ্রষ্ট করে প্রথমে ইবলিশ এবং তাদের মধ্যে রয়েছে ইবলিশ বাহিনীর শয়তান জ্বীন। মূলত ইবলিশ এবং তাদের দ্বারা জাল হাদিসসমূহ এসেছে। 'বললেন, বের হয়ে যা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়, তাদের মধ্যে যে কেউ তোর অনুসরণ করবে অবশ্যই তোদের সকলকে দিয়েই জ্বাহান্নাম পূর্ণ করব'- সূরা আ'রা-ফ্ ১৮।

কিছু হাদিসে সন্দেহজনক ও এমনকি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে হাদিসের প্রামাণীকরণ ইসলামে অধ্যায়নের একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একারণে মাঝে মাঝে কিছু বিপদগামী আলেম নামধারী 'আহলে কুরআন' হিসেবে প্রচার করে। অপরদিকে 'আহলে হাদিস' নামে অনেক দলের আর্ভিভাব ঘটেছে।

কুরআনের তথ্য অনুযায়ী বিশেষ করে বিভিন্ন সূরার প্রায় ৩৭টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতবাসী' -সূরা আল বাক্বরাহ ৮২, সূরা আল রা'আদ ২৯, সূরা হজ্জ্ব ১৪ ইত্যাদি। ঈমানদারদের প্রধান পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর বিশ্বাস ও ইবাদত এবং সৎ কাজ করার জন্য কুরআন ও হাদিসে জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স) এবং ঈমানের মূল তথ্য

'আমিই আল্লাহ্! আমি ছাড়া আর কোন ইলাহা নেই। আমার ইবাদত কর। আমার স্মরনে সালাত আদায় কর'- সূরা ত্বোয়া-হা ১৪। 'তারা আল্লাহর দল (হিযবাল্লা)। জেনে রেখ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই সফলকাম'- সূরা মুজা-দালাহ ২২।
'আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্করূপে প্রেরণ করেছি'- সূরা আল বাকুরাহ ১১৯। 'তাদেরকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব নয় বরং আল্লাহ্ যাকে চান সৎপথ দেখান'- সূরা বাক্বারাহ ২৭২। 'যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুকরণ কর'- সূরা আলে ইমরান ৩১। 'অনুগত্য কর আল্লাহ ও রসূলের যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও'- সূরা আলে ইমরান ১৩২। 'আর মুহাম্মদ একজন রসূল মাত্র'- সূরা আলে ইমরান ১৪৪। 'আমি এ কথা বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল হয়'- সূরা আন আ-ম ৫০। 'পূন্য আছে ঈমান আনলে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি'-সূরা বাকুরাহ ১৭৭। হাদিসে ভাগ্য বিশ্বাস করাকেও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামে মাযহাব সৃষ্টি (Creation of Madhhab in Islam)

মাযহাব হলো ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের একটি চিন্তাগোষ্ঠী বা চর্চাকেন্দ্র। এটি নবি মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর ২২৮-২৮৩ বছরের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। এই মাযাহাবগুলি মূলত বিভিন্ন ইসলামী পন্ডিতদের হাদীস গ্রন্থ সংকলন এবং বিচার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। প্রধানত চারটি মাযহাব প্রচলিত যেমন হানাফি, মালিকি, শাফিঈ এবং হাম্বালি যা যথাক্রমে আবু হানিফা, মালিক ইবনে অনাস, আল শাফিঈ এবং আহমাদ ইবনে হাম্বাল মূলত হাদিস গ্রন্থ সংকলনের জন্য এসব ইসলামী পন্ডিতদের নামে পরিচিত। এসকল পন্ডিতগণ কোন সময় বলেননি যে, আমার নামে মাযহাব অনুসরণ করে ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম ধাপে শিয়া ও সুন্নী এবং দ্বিতীয় ধাপে চারটি মাযহাব সৃষ্টি হয়।[২০]

বাংলায় ইসলামের ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাস হলো ইসলামি সভ্যতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস। ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামি সভ্যতার জন্য সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এর মাত্র ৫০ বছর পর ৬২০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলায় আসে ইসলাম। আর উত্তরের জেলা এর মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে এবং পরবর্তীতে বিশ্বের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়ে। লালমনিরহাটে শুরু হয় ইসলামের যাত্রা। ৬৯০ খ্রিস্টাব্দে দেশের প্রথম মসজিদটিও নির্মিত হয় এই জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়ানের 'মজেদের আড়া' নামক গ্রামে। এটির নাম 'সাহাবায়ে কেরাম জামে মসজিদ'। এছাড়া নবী (স) এর মামা, মা আমেনার চাচাতো ভাই আবু ওয়াক্কাস (রা) ৬২০ থেকে ৬২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন।[২১] ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয়ের প্রায় ৬০০ বছর আগেই সাহাবীদের দ্বারা পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব হয়। তবে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যম্যেও বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার হয় বিশেষ করে সিলেট বিজয় এবং ইসলাম প্রচারের সাথে যুক্ত ছিলেন সুন্নি হানাফী হযরত শাহ জালাল (জীবনকাল মে ২৫ ১২৭১ হতে মার্চ ১৫ ১৩৮৬)।[২২]

প্রায় ৫০০ বছর (১২০০ হতে ১৭০০ পর্যন্ত) ভারত শাসন করেছে বিভিন্ন মুসলিম শাসকগন। এদের মধ্যে দিল্লি সালতানাত যুগ (১২০৬-১৫২৬), বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮), ভারত বর্ষে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৭০৭) এবং বাংলার নবাবি অমল (১৭০৭-১৭৫৭)। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ রাজত্বকাল) মুসলমান পিতা-মাতার সন্তান হওয়া সত্বেও হিন্দু, ইসলাম, জৈন ধর্ম এবং পারসি ধর্ম সমন্বয়ে দীন-ই-এলাহি (Din-i Ilahi) নামে একটি নতুন নিরপেক্ষ ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৮২ সালে সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তার অনুগত কর্মকর্তাদের সাথে এই নতুন ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহি'তে ধর্মান্তরিত হন। আকবরের ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে মুসলিমগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে, যাদের মধ্যে ছিল বাংলার সুবাহর কাজী এবং শায়খ আহমদ সিরহিন্দি, যারা এটিকে ইসলামের প্রতি অবমাননা বলে ঘোষণা করে প্রতিক্রিয়া জানায়। আকবরের মৃত্যুর পরে নতুন ধর্মের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯ জন। পরে আওরঙ্গজেব কতৃক নতুন ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়। তবে ১৭ শতকে, শাহজানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ দ্বীন-ই-ইলাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তার ভাই আওরঙ্গজেব কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহি'পুনরুজ্জীবনের সকল সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যায় এবং ধর্মত্যাগের অভিযোগে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।[২৩,২৪]

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) মুসলমানদের অবস্থা

১৮৩৫ সনে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকার তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, রাজনীতিক পদ্ধতি ও ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা রাষ্ট্রের নীতি হিসেবে বাস্তবায়ন শুরু করে। ফলে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমানগণ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে মেনে নেয়নি। অপরদিকে হিন্দু জনগণ উপনিবেশিক সরকারকে সহযোগীতা করে সরকারী চাকরিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। ফলে মুসলমানগণ রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত হয়। তাই ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকার পশ্চিমা সংস্কৃতি ও শিক্ষা পদ্ধতি চালুর পরিবর্তন করার কারণে মুসলমানগণ হিন্দু জনগণ থেকে রাষ্টীয়ভাবে আরও পিছিয়ে পড়ে। অধিকাংশ মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরিচ্যুত্য করে সেসব পদে হিন্দুদের চাকরিতে বসানো হয় এবং অধিকাংশ মুসলমান কৃষি শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ পলিসি অ্যান্টি-মুসলিম হওয়ার কারণে কয়েক দশক ধরে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠি বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[২৫]

১৮৩৮-১৮৪৮ ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকারকে ট্রাক্স না-দেওয়ার অন্দোলন (Farazi movement, by Shariatullah khan and Dadu Mian), ১৮৩০-১৮৬০ ধর্মীয় ওয়াহাবী আন্দোলন (Syed Ahmed Barelvi and Shah Waliullah) হয়।
প্রধানত ১৮৫৭ সনে ভারতের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরূদ্ধে যে বিদ্রোহ হয় তার অজুহাতে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ও বৈষম্যমূলক আচারণ শুরু করে। ওহাবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে উপনিবেশিক সরকার মুসলমানদের উপর উপদ্রব ও নির্বিচারে অত্যাচার করে। ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে মুসলমানগণ এক অন্ধকার যুগে পতিত হয়।[২৬]

ভারতে ইংরেজদের 'বিভাজন ও শাসননীতি' (divide and rule) ফলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ইসলামিক পুনরুজ্জীবন এবং আয় বৈষম্য টেনশনের কারণে হিন্দু ও মুসলমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যেমন কানপুর বিদ্রোহ ১৮৫৭, কলকাতা দাঙ্গা ১৮৯১, ১৮৯৬, ১৮৯৭, বোম্বে দাঙ্গা ১৯২৮ ইত্যাদি। ইসলাম ধর্ম পালনের পরিবেশ না থাকার কারণে ব্রিটিশ রাজ ভারতে হিন্দুরা অধিকাংশ মসজিদকে আজকের মোদি সরকারের মতো ভেঙ্গে ফেলে, পশু পাখির আবাসস্থল বানায়, বিয়ে ও গান-বাজনার আসরের ঘর হিসেবে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ সরকারও মুসলমানদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্ট করার জন্য ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার চেষ্টা করে।[২৭]

প্রথম প্রচেষ্টা

তদান্তিন ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদেরকে নিম্ন শ্রেণির নাগরিক এবং ধর্মীয়ভাবে বিভ্রান্ত ও ধর্মহারা করার উদ্দেশ্যে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থানের বাসিন্দা মির্জা গোলাম আহমেদ-এর নেতৃত্বে 'আহ্‌মদীয়া মুসলিম কমেটি' সৃষ্টি করা হয়। আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহ্‌মেদ দাবী করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন'।[২৮] অপরদিকে ইসলাম ধর্মের স্বীকৃত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। তার দাবী হযরত ঈসা (আ)কে আকাশে উত্তোলন করা হয় নি বরং তিনি ইয়াহুদীদের হাত থেকে বেঁচে কাশ্মীরে চলে আসেন, এবং এখানে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামে শেষ

যামানায় যে মাসহি এর আগমনের কথা বলা আছে, তিনি আসলে ইসা (আ) নন, বরং সে নিজেই সেই মাসীহ! অথচ আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, '---- ; তবে নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করে নি'- সূরা- নিসা আয়াত ১৫৭; 'বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।' সূরা নিসা ১৫৮। উল্লেখ্য, হাদিসের তথ্য অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী ও ঈসা (আ) ভারত উপমহাদেশে আসার কথা নয়, আসবেন আরবে বিশেষ করে সিরিয়ায় বা জেরুজালেম অঞ্চলে। উল্লেখ্য, গোলাম কাদিয়ানীর দাদা মির্জা আতাকে শিখরা তার পরিবারকে কাদিয়ান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

পরবতীতে ১৮১৮ সালে ব্রিটিশদের সহায়তায় এই পরিবার কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন করে এবং ব্রিটিশদের সেবায় নিজেদের নিয়েজিত করে। এমনকি তার ভাষ্যমতে, ইসলামের দু'টি অংশ রয়েছে যথা- (ক) আল্লাহর আনুগত্য এবং (ক) ব্রিটিশ শাসকদের আনুগত্য। সে আনুগত্যের প্রধান কারণ (অ) তার বাবার প্রতি ব্রিটিশদের অনুগ্রহ এবং (আ) তার ধর্মমত প্রচারে সহায়তা।

ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিমদের উপর বহুবিধ নির্যাতন চললেও গোলাম আহমদের পরিবারের আনুগত্যের দরুণ তাদেরকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। সেসময় মুসলমানগণ তাকে, 'আল্লাহ্ ও তার রসূলের অবাধ্য এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী ঘোষণা করে।' সে সময় উপমহাদেশের উলামায়ে কিরাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া দিচ্ছিলেন, সে সময় মির্জা কাদিয়ানী সশস্ত্র জিহাদকেই নিষিদ্ধ করে। সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ, তার আগমনের পর আর কোন জিহাদ নেই, এরপর যারা জিহাদ করবে, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করবে, কেননা আল্লাহ্ জিহাদকে নিষিদ্ধ করেছেন। অপরদিকে আল্লাহ্ কুরআনের অনেক আয়াতে যিহাদের কথা বলছেন, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো; 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর না'- সূরা নিসা- ৭৫; 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়'- সূরা-বাক্বারাহ ১৯৩।

এমন মতবাদের কারণে শুধু ব্রিটিশদের নিকটেই নয়, বরং পরবর্তীতেও মুসলিমদের বিরোধীদের মধ্যে তাদের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে এখনো কাদিয়ানীদেরকেই প্রজেক্ট করার চেষ্টা করা হয়। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরাঈলে কাদিয়ানীদের অবাধ বিচরণের সুযোগ প্রদান করা হয় এবং কাদিয়ানীরাও ফিলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্রে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে গর্ববোধ করে। কাদিয়ানীরা যেহেতু জিহাদকে নিষিদ্ধ মনে করে এবং সে কারণে খ্রিস্টানদের নিকট হচ্ছে সবচেয়ে 'ভাল মুসলিম' ('good muslim')। কেননা হামাসসহ ফিলিস্তিন স্বাধীনতাযোদ্ধাদের যুদ্ধের অন্যতম অনুপ্রেরণা হচ্ছে ইসলামে জিহাদের নির্দেশনা, আর কাদিয়ানীরা ঠিক এই জায়গাতে সবচেয়ে নিরাপদ।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'আহ্‌মদীয়া মুসলিম কমুনিটি' নামকরণে লন্ডনে একটি মসজিদ (Fazl Mosque, London) নির্মাণ করে। একই বছর ১৯১৩ সালে পূর্ব বাংলায় (বর্তমানে বাংলাদেশ) তাদের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। পরে ১৯৪০ দশকে উক্ত আহ্‌মদীয়া কমেটি ভারত থেকে পাকিস্তানে পালয়ন করে।

পাকিস্তান ও ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন হলে কাদিয়ানীদের অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে পালায়ন করে। ১৯৭৪ সলে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করে আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করে। এক দশক পর আরেকটি আইন করে তাদের মসজিদে নামাজ পড়া বা ধর্মচর্চার যে কোন রকম প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়।[২৯,৩০] ২০০৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় আহমদিয়াদের উপর ব্যাপক হামলা হয় এবং সেসময় তাদের চলাচলও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাংলাদেশেও একাধিবার আহমদিয়া জামাতকে অমুসলিম হিসেবে নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের কর্মসূচি বা অনুষ্ঠানকে ঘিরে সহিংসতা ও বিক্ষাভ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার তাদের নিষিদ্ধ করেনি। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সৌদি আরবও তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই তাদের কেউ সেখানে হজ্জ পালন করতে যেতে পারে না।

২০০৮ সনে কানাডার সর্ব বৃহৎ আহ্‌মদীয়া মসজিদটি (Baitun Nur, Calgary, Alberta, Canada) ১৫ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশ থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য ব্রিটিশদের 'আহ্‌মদীয়া মুসলিম' 'আহলে কুরআন' প্রোগ্রাম ব্যর্থ হবার ধরণা থাকলেও ইহুদী ও খ্রিটানদের সহাতায় ২০০৯ সনের তথ্য অনুযায়ী আহমেদিয়া কমুনিটি অমুসলিম শতাধিক দেশে ১৫,০৫৫টি মসজিদ, ৫১০টি স্কুল এবং ৩০টি হাসপাতাল নির্মাণ করেছ।[৩১]

কাদিয়ানীরা খতমে নবুওয়াতের মতো আকীদা অস্বীকার থেকে শুরু করে ব্রিটিশদের কিংবা ইসরাঈলের আনুগত্য কিংবা জিহাদ অস্বীকারসহ পবিত্র ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করার কোন প্রচেষ্টাতেই সে কোন ধরনের ত্রুটি রাখেনি। ইসলাম ধর্মের মৌলিক সব বিধান অস্বীকার করেও নিজেকে মুসলিম দাবি করে কাদিয়ানিরা সেই উপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে এখন অবধি অমুসলিমদেওর চক্ষু শীতলকারী গোষ্ঠি হিসেবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠিও বিভিন্ন সময় মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে এই কাদিয়ানিদের তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং কাদিয়ানীদের অধিকার নিয়ে সব সময় সোচ্চার থাকে, কারণ তারা যেমন মুসলিম প্রত্যাশা করে, কাদিয়ানীরা ঠিক তেমনি। কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান অস্বীকারের কারণে মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমেই কাদিয়ানীরা কাফির। এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোন ভিন্নমত নেই।[৩২]

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

১৯২০ দশকে উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন আমলে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচারে নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীভাবে

বিভ্রান্ত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাই অনেক মুসলমাল ব্যাধ্য হয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের মেওয়াত অঞ্চলে 'ভাল মুসলমান' (good muslim) গড়ার উদ্দেশে মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী নেতৃত্বে 'তাবলীগ জামাত' নামকরণে ইলমামের একটি নতুন গ্রুপের সৃষ্টি করা হয়। প্রধানত ছয়টি উদ্দেশ্যের জন্য তাবলীগ জামাতকে উপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ইসলাম ধর্ম পালন ও প্রচার করার জন্য অনুমতি দেয় যথা-(১) কালেমা পাঠ করা (বিশ্বাসের ঘোষণা), (২) সালাত আদায় করা (নামাজ পড়া), (৩) এলমে-ও-যিকির করা, (পড়া ও স্মরণ) (৪) একরাম-এ-মুসলিম (মুসলমানদের সম্মান করা), (৫) এখলাস-ই-নিয়াত (নিয়তের আন্তরিকতা) এবং (৬) দাওয়াত-ও-তাবলীগ।[৩৩]

সে সাথে 'তাবলীগ জামাত' এর কোন সদস্য কোন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, ফিকহে (আইনশাস্ত্র) সকল প্রকার সম্পৃক্তা, রাজনৈতিক বা ইসলামী বিতর্কে জড়িত, সন্ত্রাসবাদ, যিহাদী কার্যে জড়িত না হতে পারে সে বৈশিষ্ট্যযুক্ত সংগঠন যা উপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারে প্রয়োজন উপযোগী হয়।[৩৩]

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী একজন মুসলমান হিসেবে ধর্ম পালনের জন্য মোট পাঁচটি স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রোগ্র্যামে কর্তব্য পালন করতে হয় যথা- (ক) বিশ্বাস ঘোষণা (Shahada- declaration of faith), (খ) নামায (Salat- prayer), (গ) যাকাত (Zakat- charity), (ঘ) রোজা/সাওম (Sawm-fasting), এবং (ঙ) হজ্জ (Hjj- pilgrimage)। প্রতিটি মুসলমানকে তার সামর্থ অনুযায়ী ইসলামের এই পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভকে বিশ্বাস ও পালন করতে হয়।

তাবলীগ জামাতের ছয়টি উদ্দেশ্যের মধ্যে কালেমা পড়া ও সালাত আদায় করার সাথে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে দু'টির মিল থাকলেও অবশিষ্ট তিনটির সাথে কোন মিল নেই।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত: তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল রসূল এবং মাসজিদুল আকসা (বায়তুল মাক্বিদস) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)'- সহীহ আল-বুখারী ১১৮৯, মুসলিম ১৩৯৭।

অপরদিকে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন, 'যে আমাকে ভয় করবে, কুরআন দিয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করুন'- সূরা ক্ব-ফ ৪৫।

সুতরাং উরোক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা এবং কুরআন ছাড়া নিজেদের পছন্দমত হাদিস দিয়ে ইসলামের প্রচার করা সম্ভপর নয়। গুগল সার্চে দেখা যায় সোদি আরব (Saudi Arabia) সহ বিভিন্ন দেশ (Iran, Uzbekistan, Tajikistan & Kazakhstan) তাবলীগ জামাতকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। সৌদি আরবের সালাফি ও ওহাবী উলামারা তাবলীগীদের বিপথগামী ঘোষণা করে এবং তাবলীগ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ জারি করে এবং তারা সেই দেশে তাবলীগ সাহিত্য এবং প্রচার নিষিদ্ধ করার ফতোয়াও জারি কর।[৩৪] অপরদিকে অমুসলিম দেশে তবলীগের জামাতকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০০১ সনের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির ওয়ার্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পর থেকে তাবলীগ জামাতকে কড়া নজরদারিতে রাখে। কিন্তু ২০০৫ সনে একটি তাবলীগ জামাত নিউ ইয়র্ক শহরে প্রবেশের জন্য এয়ার পোর্টে পৌঁছলে তাদের ইমিগ্রেশন বাধাগ্রস্থ হয়। প্রথম আলোসহ প্রায় সকল দৈনিক পত্রিকার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বিষয়টি প্রেসিডেন্ট বুশ এর অনুমতির জন্য জানানো হলে, প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষ্য ছিল, 'You can allow them to enter New York City. Still, no terrorist Muslim should be included with them.' Terrorists are always Muslim but never white: at the intersection of critical race theory and propaganda [Corbin 2017; Fordham Law Review 455; 86 (2): Article 5]. ইহা স্পষ্ট যে, তাবলীগ জামাত যে অনুমোদিত ছয়টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 'ভাল মুসলিম' হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রেসিডেন্ট বুশ অবগত রয়েছে। সে কারণে তারা কুরআন ও হাদিসের কোন কিতাবের মাধ্যমে বয়ান না করে নিজস্বভাবে 'ফাযায়েলে আমাল' বিভিন্ন খন্ডে কিতাব প্রকাশ করে পড়ে বয়ান করে। সম্প্রতি তাবলীগ জামাত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মারমারি করে অনেকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে যা তবলীগ সৃষ্টির ছয়টি উদ্দেশ্যের মধ্যে নেই। এছাড়া তারা বিভিন্ন মসজিদে অবস্থান করে। সাধারণত মসজিদে জামাতে ফরয নামাজের সালাম ফেরার সাথে সাথে যখন এক-তৃতীয়াংশ নামাযি ছুটে যাওয়া আবশিষ্ট নামাজ পড়তে দাঁড়ালে সে সাথে সাথে একজন তবলীগ জামাতের সদস্য দাঁড়িয়ে তাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলে অনেক ফাইদা হবে বলে ঘোষণা করে ফলে সালাতরত ব্যক্তিদের সালাতের মনোযোগ নষ্ট হয়ে তাদের নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

সম্প্রতি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু আলেমগণ ইউটিউবে আলোচনা এবং ধর্মের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এছাড়া একটি বিয়য়ের উপর একাধিক আলেমের মতামত প্রকাশ করছে। এরূপ কতিপয় ইউটিউবের শিরোনাম উল্লেখ করা হলো। (ক) তাবলীগ জামাত কুরআন হাসিসের বিরুদ্ধে, (খ) তাবলীগ জামাত করা কি জায়েজ। তাবলীগ জামাত সঠিক না ভুল- নয় জন আলেমের মধ্যে অধিকাংশ আলেমের উত্তর নঞর্থক। অনেকের মতে স্বপ্নে পাওয়া তাবলীগ, চিল্লার কথা কুরআন ও হাদিসে নাই ইত্যাদি।

সম্প্রতি ভিডিও প্রকাশ হয়েছে 'র' এজেন্ট তাবলীগ জামাতের ভিতরে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, 'সব তথ্য ফাঁস! কলিজা শুকিয়ে গেল মোদির। অনন্ত জলিল ভারতের 'র' এজেন্ট। ভারতের প্রধান 'র' অনন্ত জলিল।'

উল্লেখ্য, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের বাইরেও মুসলমানদের করণীয় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে, যা মুসলিমদের জীবনকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে। এই কর্তব্যগুলোর মধ্যে ইসলামকে রক্ষা করা এবং সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা বা জিহাদ করা, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও বাস্তবায়ন করা, সদা-সৎ কাজ ও সৎ ব্যবহার করা ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রচেষ্টা

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা, যা মাদ্রসা-ই-আলিয়া নামের পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বারা কলকাতা মোহামেডান কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঠ্য সিলেবাসের মধ্যে কুরআন-হাদিসের সার্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ইউক্লিডয় গনিত ও জ্যামিতি, এরিস্টটলের পুরনো দর্শন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি পড়ানো হতো। ১৭৮০ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত পাঠদানে ফার্সি ভাষার প্রাধান্য ছিলো, এরপর ধীরে ধীরে ইংরেজির প্রভাব বাড়তে থাকে। সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক মোল্লা মাজদুদ্দিনের বাড়িতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ক্যাপটেন অ্যায়রনকে মাদ্রাসার ব্যবস্থপণা কমিটির সচিব নিয়োগ করা হয়। ১৮৫০ সালে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ সৃষ্টি করে ইউরোপীয় খ্রিস্টান এলায়স স্প্রেংগারকে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মোট ২৬ জন ইউরোপীয় খ্রিস্টান ব্যক্তি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ২৬ জন খ্রিস্টান অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।[৩৫]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে এই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ইন্ধন রয়েছে বলে আভিযোগ করে ব্রিটিশ সরকার মাদ্রাসাটি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালায় এবং মাদ্রাসার বিরোধিতা করতে শুরু করে। ১৮৭১ সালে জন প্যাকসটন নরম্যান সভাপতি করে কমিটি গঠন করা হয় এবং মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ইংরেজি ভাষার প্রচলন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯১৪ সালে নিউ স্কীম শিক্ষাধারা ধারণার প্রচলন করা হয়। ১৯২০ সালের পর থেকেই মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভারতের মুসলিমদের মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বানানোর আন্দোলন করে। ১৯২৭ সালে প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ হিসেবে খাজা কামালউদ্দীন আহমদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তিনি মাদ্রাসার সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ১৯৪৭ সালে ভারত ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হলে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার একাংশ ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা পাকিস্তান সরকার এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা করে আসছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক কালে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেনি যা প্রধানত যাজকীয় বা পাদরি পেশা (ecclesiastical profession) পরিচালনার জন্য ছাত্রদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এছাড়া দেশের ধর্মসম্প্রদায়ের সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন সুসমঞ্জস বা ঐকতান (harmonious intellectual), নীতিশাস্ত্র (moral) এবং সমাজের উন্নয়নে (material development of society) প্রয়োজনীয় শিক্ষা।[৩৬] ১৮৫০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসার ২৬ জন খ্রিস্টান অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের উপযোগী 'ভাল মুসলিম' (good muslim) শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা (Darul Uloom Deoband)

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উপনেবেশিক বৃট্রিশ ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় দেওবন্দ নামক স্থানে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' ক্বওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনেবেশিক বৃট্রিশ সরকার ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিকে ইংরেজি ভাষায় বৃট্রিশ-স্টাইল পদ্ধতি অনুসরণ করে ভাল মুসলিম (good muslim) সৃষ্টির আদেশ জারি করে।[৩৭] কিন্তু মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ ও ছাত্ররা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেওবন্দি মূভমেন্ট করে ফলে উপনেবেশিক ব্রিটিশ সরকার দেওবন্দ মাদ্রাসাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৩৮]

- নজরদারি (Surveillance) উপনেবেশিক বৃটিশ সরকার মাদ্রাসা প্রশাসন এবং ছাত্রদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে নজরদারি করে।
- সীমাবদ্ধতা (Restrictions) উপনেবেশিক বৃটিশ সরকার মাদ্রাসার কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা কারিকুলাম এবং ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করে।
- মাদ্রসা কর্তৃপক্ষকে অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা (Attempts to undermine authority)- দেওবন্দ প্রশাসনকে বৃটিশ সরকার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত ইসলাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

বাংলাদেশ জমাঈয়তে আহলে হাদিস (Bangladesh Jamaat-e-Ahle Hadith)

বাংলাদেশের আহলে হাদিস জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী সর্বপ্রাচীন সংগঠন। সংগঠনটি ইসলামি চেতনা উজ্জীবিত করণে নিয়োজিত একটি সালাফি ভাবাদর্শে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ১৯০৬ সালে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের আরায় পাক-ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদিসদের প্রতিনিধিবৃন্দের ঐতিহাসিক সম্মেলনে গঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া আহলে হাদিস কনফারেন্স'। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আঞ্জুমান আহলে হাদিস বাঙ্গলা'। ১৯৮৬ সালে ১৮-২০ এপ্রিল রংপুর জেলার হারাগাছ বন্দরে এক কনফারেন্সে গঠিত হয়, 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমাঈয়তে আহলে হাদিস।' পরবর্তীতে তদানীন্তন রাজধানী কলকাতার ১ নং মারকুইস লেনের মিসরীগঞ্জ আহলে হাদিস জামে মসজিদে সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৮ সালের ২ জুলাই পাবনায় 'জামঈয়তে আহলে হাদিস' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে ১০ ডিসেম্বর পাবনায় 'পূর্ব পাকিস্তান জমাঈয়তে আহলে হাদিস' নামকরণ করা হয়। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে জামাঈয়তের সদর দপ্তর পাবনা হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে 'পূর্ব পাকিস্তান জমাঈয়তে আহলে হাদিস' নামকরণ পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ জমাঈয়তে আহলে হাদিস' নামকরণ করা হয়। এই সংগঠনটির কার্যক্রমের মূলনীতি কালিমা তাইয়্যেবা অর্থাৎ তাওহীদ ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[৩৯]

'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' (Bangladesh Jamaat-e-Islami)

'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' একটি রাজনৈতিক দল। পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী এবং মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড এর আদর্শ ধারণ করে। সাইয়েদ আবুল মওদুদী ১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট লাহরের ইসলামিয়া পার্কে সামাজিক-রাজনৈতিক ইসলামি আন্দোলনের অংশ হিসেবে জামাতে ইসলামী হিন্দ নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ জামাতে ইসলামি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান জামায়াতের শাখা থেকে সৃষ্টি হয়।[৪০]

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (Bangladesh Ahle Sunnat Wal Jamaat)

বিংশ শতাব্দীতে, বেরেলভি আন্দোলন ভারত ছাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্দোলনটি পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হয়েছে, বিশেষ করে 'জামিয়ত উলমা-ই-পাকিস্তান পার্টি', যেটি দেশের মুসলমানদের অধিকারের পক্ষে কথা বলেছে।[৪১] ওয়েব সাইটে বাংলাদেশে রেজি: নং-ঢ-০২৫১২/১৯৯০ উল্লেখ রয়েছে কিন্তু প্রষ্ঠানটি সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য সহজলভ্য নয়। তবে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' একটি গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা আছে, আহলে সুন্নাত অর্থ সুন্নাত পন্থী। যে পথের দিশা নবীজি (স) দিয়ে গেছেন, যে পথে সাহবীগণ চলেছেন, সেই পথের অনুসারীদের 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে বিশ্ব নবী (স) এবং তাঁর সাহবীগণ আল্লাহ্‌র নাজিলকৃত কুরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে সকল বিষয়ের সমস্যা সামাধান করে ইসলাম ধর্মে মুসলমান হিসেবে পথ দেখিয়ে গেছেন। তবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য উক্ত পুস্তকটি ১৫০ টাকা দিয়ে ক্রয় করে বিস্তারিত জানা যাবে।[৪২]

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন 'আহকামে যিন্দেগী' কিতাবে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সম্বন্ধে আকীদা' বিষয়ে লিখেছেন, 'হাদীছের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদেরকেই বলা হয় 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বহির্ভূত সকল ইসলামের দল বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়।[৪৩] কিন্তু কুরআনে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামকরণে জান্নাত পাবার কোন তথ্য নেই। তবে আল্লাহ্‌ কুরআনে বলেছেন, 'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে তা কখনও কবুল করা হবে না'- আল ইমরান ৮৫। এছাড়ও লেখকের এই উক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে সমর্থন না করে, প্রায় ৩৭ বার বিভিন্ন সূরায় কুরআনে উল্লেখ করেছেন, 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারাই জান্নাতবাসী'।[১]

'ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন- সূরা আল ইমরান ১৯'। 'আর মুসলমান না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না'- সূরা আল ইমরান ১০২।' কেহ যদি বলে, 'আহলে হাদীস' বা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' এক মাত্র দ্বীন এবং আর 'আহলে হাদীস' বা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' এর সদস্য না হয়ে কেউ মৃত্যুরণ করো না'। এউক্তিটি ইসলাম সম্মত হবে? আরও একটি উদাহরণ- মানুষের নাম রাখা হয়েছে গোলাম রসূল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম মুহাম্মদ ইত্যাদি যার অর্থ হলো রসূলের দাস, মোস্তফার (রসূল) দাস, মুহাম্মদের দাস (meaning servant of Messenger/Rasul)। মানুষ কী রসূলের দাস না আল্লাহর দাস? [Islamic Board: A permanent Committee of Saudi Arabia; Fatwa No. 479)। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূল (স) এবং আল্লাহ্‌র দল সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রসূল (স) আল্লাহ্‌র দল করেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশমত ইসলাম প্রচার করেছেন। এখন ইসলাম আবির্ভাবের ১৪৫০ বছর পরে কেহ যদি বলে মানুষ রসূল (স) এর দাস এবং তাঁর দল করে তবে আল্লাহ্‌র বিচারে কী হবে? সম্প্রতি এব্যাপারে ড. এনায়েতল্লাহ আব্বাসীর মতামত জানতে চাইলে, বলেন, 'আমি রসূল (স) এর গোলাম'। দেখলাম সবাই অবাক হলেন।

বাংলদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলাম (Secularism and Islam in Bangladesh)

একজন ইংরেজ ধর্মনিরপেক্ষবিদ (George Jacob Holyoake) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism) এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জিঙ্গোইজম/উগ্রস্বদেশপ্রেমিক (jingoism) নামকরণ করেন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে বাঙালি জাতিসত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মতো পশ্চিমা নীতি অনুসরণে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ২৬ই মার্চ ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় দিবস হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসন গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। ইসলামপন্থী দলগুলিকে রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ উলামা হয় নিরপেক্ষ ছিলেন অথবা পাকিস্তানি রাষ্ট্রকে সমর্থন করেছিল, কারণ তারা মনে করেছিল যে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর হবে। বাস্তবে হয়েছে তাই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে (১৯৭২-২০২৪ পর্যন্ত) দেশের জনগণ প্রধানত পাঁচটি শাসন পদ্ধতি দেখেছে যথা- মজিবের শাসন পদ্ধতি (১৯৭২-১৯৭৫), জিয়ার শাসন পদ্ধতি (১৯৭৭-১৯৮১), এরশাদ শাসন পদ্ধতি (১৯৮২-১৯৯০), খালেদার শাসন পদ্ধতি (দুই মেয়াদ ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০১-২০০৬), এবং হাসিনার শাসন পদ্ধতি (তিন মেয়াদ ১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০১৪, ২০১৪-২০২৪) যা ইসলাম ধর্ম পালন ও উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে মূল্যায়ন করা হয়েছে।[৪৪,৪৫]

১. মুজিব এর শাসন পদ্ধতি (১৯৭২-১৯৭৫)

●বাংলাদেশের ১৯৭২ সনের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৫ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্টিত হয়।

২. জিয়া এর শাসন পদ্ধতি (১৯৭৭-১৯৮১)

●শাসন পদ্ধতিতে ইসলামকে কেন্দ্রীয় পয়েন্ট হিসেবে স্বীকৃত। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাতিল করা হয়।

●ইসলামিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পদ্ধতি বিস্তারলাভ। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. এরশাদ শাসন পদ্ধতি (১৯৮২-১৯৯০)

●দেশ ইসলামিক আর্দশে পরিচালিত হবার ব্যবস্থাকরণ। সংবিধানে রাষ্টীয় ধর্ম ইসলাম অন্তর্ভুক্তকরণ।

৪. খালেদা শাসন পদ্ধতি (১৯৯১-১৯৯৬; ২০০১-২০০৬)

●ইসলাম সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জিয়ার পদ্ধতি অনুসরণ। রাষ্টীয়ভাবে ইসলামিক প্রতীক ব্যবহারের প্রচলন।

৫. হাসিনার শাসন পদ্ধতি (১৯৯৬-২০২৪)

●১৯৭২ সনের সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনর্জীবিতকরণ। মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করণ, ধর্মীয় প্রতিষ্টানের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কার্যক্রম ও ধর্মীয় স্বাধীনতাহরণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়।

●আওয়মী ওলামা লীগ, আওয়মী লীগ এবং 'র'স এজেন্ট মসজিদ ও মাদ্রাসার সকল নিয়োগ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাইদির মৃত্যুসহ পাঁচ জন জামাত-ই-ইসলামের নেতাকে ফাঁসি এবং একজন সামরিক বাহিনীর সদস্যকে যবাই করে হত্যা করে।

এছাড়া প্রধান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক এবং অ-রাজনৈতিক সংস্থা যেমন হেফাজত-ই-ইসলাম, আহলে হাদিস, তাবলীগ জামাত, আওয়মী ওলামা লীগ সংগঠনের ভূমিকা ইসলাম সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ভূমিকা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১৯৭১ সনে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয় এবং সংবিধানের আর্টিলে ৮ দেশের পলিসির একটি মৌলিক নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা সযত্নে রক্ষা করা হয়। আর্টিকেল ১২ অংশে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। ১৯৭৫ সনে প্রেসিডেন্ট শেখ মজিবুর রহমানকে মেরে ফেলার পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়। ১৯৮৮ সনে প্রেসিডেস্ট হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ সময়ে বাংলাদেশ সংসদ রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়। ১৯৯০ সনে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম স্বীকৃতিলাভ করে। ২০১১ সনে আর্টিকেল ২এ সংশোধন করে, 'রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম কিন্তু সকল ধর্মের সামাজিক পদমর্যদা এবং অধিকার সমানভাবে চালু থাকবে।' তবে ২০০৯ থেকে ৫ই আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে রাষ্টীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্টিত ও বাস্তবায়ন করে। ফ্যাসিবাদী (fascist) আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান হাসিনা ভারতে ইংরেজদের হিন্দু ও মুসলামানের মধ্যে 'বিভাজন ও শাসননীতি' (divide and rule) অনুসরণ করে স্বাধীনতার পক্ষে এবং স্বাধীনতার বিপক্ষে বিভাজনের রাজনীতি কার্যকর করে।

ধর্মনিরপেক্ষার সংজ্ঞা হলো দেশ এবং জনসাধারণের জীবন-যাপনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বর্জন বা বাদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করা অথবা দেশের জনসাধারণের জীবন-যাপন ব্যবস্থপণার সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মের প্রভাব ত্যাগ করা বা হ্রাস করার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা.[৪৬] ধর্মনিরপেক্ষতা গঠিত হয় দেশের সকল সাধরণ প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পৃথক রাখা, এবং ধর্ম বা ধর্মহীন ভিত্তিতে যে কেউ এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কোন বৈষম্য বা আধিপত্য করা যাবে না।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মভীরু জনসাধরণের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার

●মোট ১৩টি দাবির মধ্যে প্রধানত নবি মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে অপ্রীতিকর মন্তব্য করার শাস্তি হিসেবে একটি ব্লাসফেমি আইন প্রনয়ন করার জন্য সরকারকে আহবান জানানের জন্য ২০১৩ সনের মে মাসের ৫ এবং ৬ তারিখ ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের গণসমাবেশ ও আন্দোলন হয়। সে আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনার সরকারের পুলিশ, বর্ডার গার্ড, র‍্যাব এবং ছাত্রলীগ সদস্যদের গুলিতে প্রায় ৯৩ জন মাদ্রাসার ছাত্রের মৃত্যু হয়।[৪৭]

●ইউ এন মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে জুলাই গনহত্যায় হাসিনা ৪৬ দিনে ১৪০০ মানুষকে হত্যা করে।[৪৮]

মাদরাসা ও মসজিদসহ সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্টানে প্রায় এক যুগের অধিক ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারনের বিশেষ করে ধর্মের বাহক ও প্রচারকদের ধর্মের জ্ঞান ব্যাপারে যে অবনতি ঘটেছে তা নিম্নে উল্লেখিত কয়েকটি ইউটিউব ভিডিও দেখলেই তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়। এছাড়া কতিপয় ইমাম ও খতিবের জুম্মার বাংলা খুতবা বয়ান শুনলেই তার স্পষ্ট প্রমাণ ধরা পড়ে। ইউটিউবের ভিডিও থেকে দেখা যায় যে, আলেম সমাজ এখন চার ভাগে বিভক্ত যথা- (ক) আহলে কুরআন, (খ) আহলে হাদিস, (গ) আহলে কুরআন ও হাদিস, এবং (ঘ) নাস্তিক। এছাড়া পূর্বের শিয়া, সুন্নি এবং চার মাযহাবতো রয়েছে। ফলে আলেম সমাজের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক এবং এক অপরকে কাফের বলা। অপরদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে ইসলাম ধর্মে শ্রেষ্ট

মুহাদ্দিস নাম ধারণ করে অনুক্রমভাবে ইউটিউব ভিডিও ছাড়ছে। আবার অনেকে ইসলামের একটি গ্রুপের নামকরণ করে ভিডিও বার্তা ছাড়ছে যেমন হেযবুত তাওহীদ। তাই তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান ও কতিপয় ভিডিও বার্তার তথ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো।

(ক) আহলে কুরআন দলের ভিডিও

- আহলে কুরআন বিশ্বাসী আবু সাঈদ বুখারী ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থকে জাল বলায় তাকে ধোলাই দেন ড. এনায়েতুল্লা আব্বাসী। কুরআনে কুকুরের মাংস খাওয়া হারাম উল্লেখ নাই, তাই তাকে কুকুরের মাংস খাওয়াতে চান ড. আব্বাসী।
- ইউটিউবে কুরআনে পারদর্শী এক ব্যক্তি সূরা- ক্বমার ১ম আয়াতের অর্থ বললেন, 'কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত।' তারপর ব্যাখ্যা করলেন চন্দ্র দ্বিখন্ড হলে সৌরজগত থাকবেনা ভেঙ্গে পড়বে। অথচ আমার ধারণা সে জানে, সূরা- ইয়া-সী-ন এর ৮২ নং আয়াতের অর্থ, 'যখন তিনি কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন 'হও' বলেন, আর অমনি তা হয়ে যায়।'

সজল রোশন (নিউ ইয়ার্ক, আমেরিকা) এর কতিপয় বিতর্কিত ভিডিও বার্তা।

০১. আহলে কুরআনদের নব আবিস্কিত নামাজ।
০২. কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনায় প্রমাণিত হাসীসের নামে জালিয়াতি।
০৩. আহলে কুরআন কেন কাফের।
০৪. নবীজির নামে প্রচলিত হাদিসের বেশির ভাগই নবীজির কথা নয়।
০৫. আহলে কুরআন চালাকি।
০৬. কুরআনের পথ ভুল, হাদিসের কুয়াশায় ইসলামে অসময়।
০৭. আহলে হাদিসের ভন্ডামি ফাঁস।
০৮. কুরআনের আলো বনাম হাদিসের অন্ধকার। কুরআন একমাত্র জীবন বিধান।
০৯. বিশ্বাস এবং ভালো কাজ জান্নাতে প্রকৃত চাবি।
১০. কুরআনের সরল পথ বনাম অধর্মের অন্ধকার ও হাদিসের চোরগলি।
১১. সালাত বেহস্তের চাবি।
১২. হাদিস সত্যায়নের অবৈজ্ঞানিক /অবাস্তব/অসম্পূর্ণ/অনৈসনামিক পদ্ধতি।
১৩. হাদিস নবী (স) এর কথা হতে পারে না।
১৪. নামাজে পড়া হয় কুরআন নাকি হাদিস? হাদিসের সালাত ও আমাদের নামাজ।
১৫. কুরআন একমাত্র জীবন বিধান-হাদিস পর্ব-৫
১৬. হাদীস সংকলন হয়েছে নবীর (স) মৃত্যুর কয়েকশত বছর পরে।
১৭. বিদায় হজ্জের ভাষণ কে লিখেছে?
১৮. কুরআনে সবকিছু বিস্তারিত আছে। কোন কিছুই বাদ নেই।
১৯. দাড়ি/বোরখা ফরজ করলো কে?
২০. হাদিস ছাড়াই কুরাআনের বিধান দিয়ে সকল ইবাদত করা সম্ভব।

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম হিজবুত তওহীদের ইমামের (নোয়াখালী) কতিপয় বিতর্কিত ভিডিও বার্তা

১.মেয়েদেরকে বেপর্দা অবস্থায় তার মাহফিলে উপস্থিত করে বয়ান করা। একই প্রশ্ন সজল রোশনের, দাড়ি/বোরখা ফরজ করলো কে? ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নাত কে করে তা তাদের জানা নাই। মেয়েদের পর্দা ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নিম্নে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২.'বাংলাদেশ পাকিস্তানের হারিয়ে যাওয়া ভাই' বক্তবের জবাবে ইমাম হোসেন বললেন 'পাকিস্তান বাংলাদেশীদের উপর নির্জাতন করেছে, তাই আমরা কলকাতার হিন্দুদের ভাই হই।' এব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে কি বলেছেন।

- 'অআ'রিদ্ব আনিল মুশরিকীন'- 'মুশরিককে এড়িয়ে চলুন'- সূরা আন-আম ১০৬।
- 'কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'- সূরা নিসা ১০১
- 'আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেনা ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ না তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন'- সূরা বাক্বারাহ ১২০।
- 'হে মু'মিনরা! ইহুদী ও নাছারাকে গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে তারাই পরস্পর বন্ধু; তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু করবে সে তাদের দলভুক্ত'- সূরা মা-য়িদাহ ৫১।

  এখন ইহা স্পষ্ট যে, হিজবুত তওহীদের ইমাম পরিষ্কার করলেন তিনি কাদের বন্ধু হয়ে কাজ করছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলদেশের কতিপয় আলেম উক্ত বির্তকিত ইমামের জন্য ইউটিউবে কয়েকটি ভিডিও বার্তা ছেড়েছেন।

- হেযবুত তওহীদের নামায: হিযবুত তওহীদের ভন্ডামী ফাঁস করলেন- মুফতী আমির হামযা।
- হিযবুত তওহীদের ভন্ডামী ফাঁস করে দিলেন- শায়খ আহমাদুল্লাহ।
- হিজবুত তাওহীদ নিয়ে আল্লামা অব্বাসী হুজুরের মতামত কি? ইজরাঈলের মোসাদের এজেন্ট।
- হিযবুত তওহীদের ইমামের ইসলাম বিতর্কিত ভিডিও বার্তার বক্তব্য সাথে সাথে একজন বিশেষজ্ঞ সংশোধন করে উপস্থাপনা করছেন যাতে মুসলমানগন আর বিভ্রান্ত না হয়।

সজল রোশন এর কতিপয় বিতর্কিত ভিডিও বার্তার কুরআনের ব্যাখ্যা।

সজল রোশন উপরোক্ত ২০টি ইউটিউব ভিডিও বার্তা প্রমাণ করে না যে তিনি ইসলামের কোন দলভুক্ত। তার ভিডিও বার্তায় স্পষ্ট যে, 'আহলে কুরআন' এবং 'আহলে হাদিস উভয়ই বির্তকিত দল'। তিনি কুরআন এবং সুন্নাহ সমন্বয়ে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস ও পালেন করেন তারও প্রমান মিলে না। তাই তার অধিকংশ উপস্থাপিত তথ্য ইসলামে বির্তকিত। সেকারণে তার কতিপয় ইসলামের বিতর্কিত বার্তা কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।

●(৯) বিশ্বাস এবং ভালো কাজ জান্নাতের প্রকৃত চাবি এবং (১১) সালাত বেহস্তের চাবি।

বাস্তবায়ন না করে শুধু বিশ্বাস করলে এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পালন না করে একটি মাত্র স্তম্ভ পালন করলে বেহস্তের চাবি পাওয়া যাবে তা কুরআনের কোথাও আছে তা জানা নেই এবং হাদিসে আছে তবে নামাজে গুরুত্বকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের ৩৭ বারও অধিক আয়াত রয়েছে যে, 'ঈমান/মু'মিন এবং সৎ কাজের বিনিময়ে জান্নাত।'- সূরা- কাহফ ১০৭, সূরা- হা-মীম সাজ্বদাহ ৮, সূরা- বাক্কারাহ ২৫, ৮২, এবং অন্যান্য।

●কুরআনে অজু এবং তায়াম্মুম কারার পদ্ধতি দেয়া থাকলেও (মায়েদা-৬) পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করার পদ্ধতি (বাক্বরাহ ২৩৮, হূদ ১১৪) উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করার কথা। সেখানে বলা হলো, রসুল (স) বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছো সেভাবে সালাত পড়তে হবে।' দেখা যায় যে, একধিক জাল হাদীসের কারণে চার মাযহাবের ধারক ও বাহকগনই একমত হতে পারেননি। এথেকে স্পষ্ট যে, রসূল (স) যেভাবে সালাত আদায় করেছেন তা মুসলমানগন হারিয়ে ফেলেছে। ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন দল বা গ্রুপের সৃষ্টি হয়। কাবার সালাত আদায় পদ্ধতিকে অনুসরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কাবা ও মদিনা মসজিদে যেসব ইমাম সালাতের ইমাতি করেন তারা-কি একই মায়াব বা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। তাই কাবা ও মদিনা মসজিদসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মসজিদে সালাত আদায় করতে গেলে দেখা যায় যে, মুসলমানগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সালাত পড়ছেন।

● বক্তার মতে 'মুসলমানদের গান-বাজনা হারাম নয়।' অথচ হাদীসের নামে জালিয়াতি উল্লেখ করে, 'গান-বাজনা হরাম নয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া একজন নবির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনের উল্লেখ রয়েছে, 'পূর্বের লোকদের ব্যাপারে এ্টাই ছিল বিধান, আপনি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না' (আহযাব ৬২, ফাতহ্ ২৩)।' তবে বক্তার তথ্য ও বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআনে গান বাজনা জায়েজ থাকার কথা। তাই বক্তাকে বলতে হবে, কুরআনের কোন সূরা কত নম্বার আয়াতে গান-বাজনাকে হারাম নয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনতো পূর্ববতী আসমানী কিতাব সমূহের সমর্থক (ইয়ুসুফ ১১১)। অর্থাৎ পূর্বের নবিগণের কোন কিতাবে গান-বাজনাকে হারাম নয় থাকলে এবং কুরআনেও থাকার কথা। অথচ, 'যারা বিভ্রান্ত তারাই কবিদের অনুসরণ করে- সূরা শুআ'রা ২২৪'। তবে গান-বাজনা করা কবিদের অনুসরণ করার থেকে অধিক অপরাধ হবার কথা।

গান-বাজনা করা বা শোনা হারাম। সলফে সালেহীন; সাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, গান অন্তরে মুনাফিকী (কপটতা) উদগত করে। উপরন্ত গান শোনা (অসার বাক্য শোনা) এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহ্ আ'আলা বলেন, 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা অজ্ঞতায় লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি'- সূরা লুকমান ৬। আর নবি করীম (স) সাবধান করে বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় হবে যারা ব্যাভিচার, রেশম বস্ত্র, মদ্য এবং বাদ্য-যন্ত্রের গান-বাজনাকে (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে'- বুখারী হাদিস ৫৫৯০।

● বক্তার আর একটি মন্তব্য, 'মুসলমানদের সুনির্দিষ্ট কোন পোশাক বা ড্রেস নেই।' অর্থাৎ মুসলমানদের কোন ইসলামিক পোশাক নেই। তবে আল্লাহ্ কুরআনের উল্লেখ করেছেন, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দোষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরর উপকরণ। বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক সেটাই সর্বোত্তম। এসব আল্লাহ্র নির্দেশনাবলির অন্যতম, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে'- সূরা আ-রাফ ২৬। 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতে সুন্দর পোশাক পরিধান করবে এবং খাবে কিন্তু অপব্যয় করবে না (আ'রা-ফ ৩১)। সুন্দর পোশাক কেমন তা সুনির্দিষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে এটা বোঝা যায় যে, যে পোশাক পরিধান করে সালাত পড়লে সকলেই বুঝতে পারবে সে ব্যক্তি সালাত আদায় করছে। ইসলামী পোশাক হলো এমন পোশাক যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মুসলিমরা ধর্মীয় বিবেচনা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের পোশাক পরিধান করে যেমন ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণগুলির দ্বারাও প্রভাবিত। তবে ঐতিহ্যবাহী পোশাক দু'টি উৎস দ্বারা প্রভাবিত, কুরআন এবং হাদিস। ইসলামী পোশাকের মূলে রয়েছে শালীনতা সম্পর্কিত ইসলামী নীতিমালা। ইসলামের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন দেহের যে অংশ বয়স্ক মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শালীন পোশাক পরা ধর্মীয় কর্তব্য, যা সম্প্রদায়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি বাধ্যতামূলক বিধান। আরও উল্লেখ্য, সার্ট ইন করে প্যান্ট পরে নামায পড়লে সিজদার সময় পিছনের ব্যক্তিরা তার স্ক্রটাম উঁচু আবস্থা দেখবে। এটিকি নামায পড়ার সময়ের জন্য উত্তম পোশাক হবে। হাফ হাতা জামা এবং ফুল হাতা জামা কি নামাযের জন্য একই মানসম্পন্ন হবে? ইসলামী পোশাক শরীরে আঁটসাঁট না হওয়া, অহঙ্কার ও গর্বের ভঙ্গি না থাকা, নম্রতার চিহ্ন থাকা, মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া, পোষকে অমুসলিমদের অনুকরণও না করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া।

● বক্তা বক্তিমার মধ্যে বলছেন, God (The plural form of 'god' is gods, the female counterpart of 'god' is goddess) and 'Lord' (plural form lords, the female counterpart of lord is Lady). Another word, Khoda, is the Persian word for God; originally, it was used as a noun for Ahura Mazda [Ahura, which is masculine, and Mazda, which is feminine] (the name of the God in Zoroastrianism- an ancient Iranian religion).[৪৯] The phrase 'La ilaha illahhah' meaning 'there is no god but Allah,' is a core tenet of Islam (সূরা ইখলা-ছ এর বিপরীত বিশ্বাস)'।

'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সকল উত্তম নাম তাঁরই'- সূরা ত্বোয়া-হা ৮। 'আপনি মহান রবের নামের মহিমা করুন'- সূরা আ'লা- আয়াত ১। 'আর আল্লাহ্র কত সুন্দর নাম আছে, তোমরা ঐ সব নামেই তাঁকে ডাকবে। আর যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বর্জন করে চলবে। শ্রীঘ্রই তাদেরকে দেয়া হবে তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল' -সূরা আ'রাফ ১৮০। কুরআনে আল্লাহ্র কিছু নাম এসেছে যেমন 'রহমান', 'রব' এবং সহীহ হাদিসে আল্লাহ্র ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত, 'আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯টি নাম অছে। যে ব্যক্তি এনামগুলোর হিফাযাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'- সহীহ বুখারী ৬৪১০। তাই পাশ্চত্য দেশে আল্লাহ্কে ইংরেজি ভাষায় গড, লড এবং কতিপয় অঞ্চলে বিশেষ করে ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ইত্যাদি দেশে আল্লাহ্কে 'খোদা' নামে ডাকে এমনকি এসকল অঞ্চলে মাতৃ ভাষায় রচিত ইসলামিক কিতাবে লেখকগণ আল্লাহ্র পরিবর্তে খোদা নামকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। তাই কুরআন হাদিসে উল্লেখিত আল্লাহর নাম ডাকা ও নামের মহিমা ঘোষণা না করে অন্য নামে ডাকলে বা মহিমা বর্ণনা করলে আল্লাহ কি সাড়া দিবেন না শিরক হবে যার ক্ষমা আল্লাহ করবেন না- সূরা-আন নিসা ৪৮,১১৬।

সজল রোশন এবং হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম এর প্রশ্ন 'দাড়ি/বোরখা ফরজ করলো কে?'

'পর্দা' শব্দটি মূলত ফার্সী। যার আরবী প্রতিশব্দ 'হিজাব'। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল অন্তরায়, আচ্ছাদন, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়। তবে সাধারণত নারী তার বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রনয়ণ করেছে তাকে পর্দা বলা হয়।

কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান। আল্লাহ্ তায়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:[৫০,৫১]

- '-তাদের কাছে যখন চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতার উপায়'- সূরা আহযা-ব ৫৩।
- 'আর মু'মিন নারীদের বলেদিন, তারা তাদের দৃষ্টি যেন সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান হিফাযাত করে, সাধারণত প্রকাশমান তা ব্যতীত কারো কাছে রূপ প্রকাশ না করে; আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না স্বীয় বক্ষের উপর জড়িয়ে রাখে'- সূরা নূর ৩১।
- 'এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রথম মূর্খ যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না'-সূরা-আহযা-ব ৩৩।
- 'হে মু'মিনরা! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্করা যেন তামাদের নিকট আগমন করতে তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে- ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়'- সূরা নূর ৫৮।
- 'নবী-পত্নদের জন্য কোন গুনাহ হবে না নিজেদের পিতা, নিজেদের পুত্র, নিজেদের ভাই, নিজেদের ভাতিজা, ভগ্নিপুত্রদের, নিজেদের সেবিকা ও তাদের আয়ত্বাধীন দাসীদের ব্যাপারে পর্দা পালন না করায়'- সূরা-আহ্যা-ব ৫৫।
- 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং যারা ঈমানদার নারী তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের নিজেদের ওড়নাসমূহ উপরের দিক থেকে টেনে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চিনতে পারার জন্য এটা উত্তম পন্থা, ফলে তারা উত্যক্ত হবে না, আল্লাহ্ ক্ষীমাশীল, দয়ালু'- সূরা- আহযা-ব ৫৯।
- 'হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করুন, আর কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ'-সূরা আহ্যা-ব ১
- 'হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, সঠিক কথা বল।'- সূরা আহ্যা-ব ৭০।

হাদিস শরীফে পর্দার প্রতি যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:[৫০,৫১]

- হযরত আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়'- তিরমিযী ১১৭৩।
- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রসুল (স) ইরশাদ করেন, নারী জাতি হল আপাদমস্তক সতর। যখনি সে বের হয়, তখনি শয়তান তাকে চমৎকৃত করে তোলে'- ১১৭৩, মুসনাদুল ২০৬৫, ইবনে খুজাইমা ১৬৮৫।
- হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূল (স) এর নিকট ছিলেন। তখন নবী (স) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? কেউ বলতে পারলেন না। অতপর আমি ফিরে এসে ফাতেমা (রা) জিজ্ঞেসা করলাম, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তিনি বললেন, কোন পরপুরুষ তাকে দেখবে না অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে। তারপর আমি ঐ বিষয়টি নবী (স) এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় ফাতেমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে- মুসনাদুল বাযযার ৫২৬।
- বিশ্বনবী (স) বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে'- বায়হাকী ১৩২৫৬)।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, 'নবী করিম (স) লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন যেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ

ধারণ করে; অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে'- আবু দাউদ ৪০৯৭।

●হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (ক) পিতা-মাতার অবাধ্যকারী সন্তান, (খ) দাইয়ুস অর্থাৎ এমন পুরুষ, যে তার অধীনস্ত নারীদেরকে পর্দায় রাখে না, এবং (গ) পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করা নারী অর্থাৎ বেপর্দা নারী'-মুসতাদারাকুল হাকিম ২৪৪।

●একটা বাস্তব উদহরণ দিলে হয়তো বধোগম্য হতে পারে মহিলাদের পর্দার গুরুত্ব। আমার জানা মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনেক হিন্দু ছাত্রীরা বোরখা পরে কারণ বোখাটে ছাত্রদের কবল থেকে রক্ষা পেতে।

সমাপ্তিসূচক বাক্যে বলা যায় যে, যারা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট এই নির্দেশনার অপব্যাখ্যা করছে তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ। এসব অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা প্রতিটি সচেতন মুসলমানের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিত। এক হলো দ্বীন না মানা, আরেক হলো দ্বীনের বিধানটিই অস্বীকার করা। দু'টি দুই বিষয়। দ্বীন না মানার গোনাহ থেকে দ্বীনি বিষয়কে অস্বীকার করা মারাত্মক গোনাহ। ক্ষেত্র বিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাই এসব অপপ্রচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ইসলামের সত্য বিধিবিধানকে বুঝার এবং নতুন উদ্ভাবিত বাতিলকে বুঝার তৌফিক দান করুন- আ-মীন।

কুরআন এবং সুন্নাহ (সহীহ হাদিস) সমন্বয়ে ইসলাম এবং ইসলাম পালনকারীদের বলা হয় মুসলমান। পবিত্র কুরআনে মুসলমাদের দাড়ি রাখার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে আল্লাহ্ বলেন, 'যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার অনুকরণ কর'- সূরা আলে ইমরান ৩১। রসূল (স) নিজে এবং সকল সাহবীগণ দাড়ি রেখেছেন। এছাড়া আল্লাহ্র সকল নবিগনও দাড়ি রেখেছেন। প্রতিটি পুরুষ মুসলমানের রসূল (স) কে অনুকরণের জন্য দাড়ি রাখা প্রয়োজন। প্রধানত সে কারণে মুসলমানের এক মুষ্ঠি লম্বা দাড়ি ও গোঁফ ছোট করে রাখাকে সুন্নাত আবার অনেকে ওয়জিব বলেছেন।

●দাড়ি রাখা একটি সুন্নাহ আমল। অর্থাৎ নবি মুহাম্মদ (স) একটি অনুসৃত কাজ। এটি মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় একটি আদর্শ।

●দাড়ি রাখার মাধ্যমে মুসলিমরা অবিশ্বাসী থেকে নিজদের আলাদা করে, যা ইসলামি শিক্ষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুগতম্য প্রকাশ করে।

●দাড়ি রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ্র ইবাদত ও একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকার

●দাড়ি স্থানের ত্বককে ক্ষতিকর রাসায়ণিক পদার্থ এবং বায়ুর দূষণ থেকে প্রতিরোধ করে। দাড়ি চেঁচে ফেললে ত্বকের কোষ বিনষ্ট হয় এবং ভাঁজ পড়া বৃদ্ধি পায় এবং ত্বকের অবস্থা খারাপ হয়।

●দাড়ি ত্বককে আবৃত করে রাখে এবং সিবাসিয়াস গ্রন্থিকে নিরাপদে রাখে। অপরদিকে দাড়ি চাঁচা ত্বক সহজেই *একিন ভালগারিস* (*Acne vulgaris*) ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

●দাড়ি মুখমন্ডলকে উষ্ণ রাখে চিবুক বা থুতনিকে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

●থ্রোট এবং দাঁতের মাড়ির রোগ প্রতিরোধ করে।

●দাড়ি থাকলে অধিকাংশ শ্বাসীয় সমস্যা প্রতিরোধ হয়।

●মহিলাদের সম্মানসহ পুরুষের একটি পরিচয় বহন করে।

●গবেষণা রিপোর্টে দেখা যায় যে, লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অধিক জ্ঞানী হয়।

শ্রেষ্ট মুহাদ্দিস সজল রোশন এবং হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম এর কতিপয় অস্বাভাবিক প্রশ্নের ভিডিও বার্তার উত্তর এক কথায় দিয়েছেন: শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী: "হাদীস অস্বীকারকারী আহলে কুরআন অমুসলিমদের আসল রূপ প্রকাশ'।

ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের বিভক্তি

●'হাদিস অনুযায়ী ইহুদিরা ৭১ দলে, খ্রিস্টানরা ৭২ দলে এবং মুসলমানরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং এদের মধ্যে একটি করে দল জান্নাতে অবশিষ্ট সকল দল জাহান্নামে যাবে। মুসলমানদের মধ্যে যে দলটি রসূল (স) এবং তাঁর সাহবীদের অনুসরণ করবে সে দলটি ছাড়া বাকি সকল দল জাহান্নামে যাবে'- সুনান ইবনু মাজাহ ৩৯৯২, জামি আত্ তিরমিযী ২৬৪১, সুনান আবূ দাউদ ৪৫৯৭৩৯৯২।

●আবদুল্লাহ্র বর্ণনায়; রসূল (স) বলেন, আমার যুগের মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর আসবে পরের যুগ, তারপর আসবে পরের যুগ, এবং ক্রমান্বয়ে জান্নাত পাবার মুনুষের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে- সহীহ আল-বুখারী ৬৪২৯।

●বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দলসমূহ: আহলে হাদিস, তাবলীগ জামাত, বাংলাদেশ জামাতি ইসলামি, হারকাতুল যিহাদ আল-ইসলাম, জাগ্রতা মসলিম জনতা এবং বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ইত্যাদি।

●ইসলামি সম্প্রদায়সমূহ বিভিন্ন মাযহাব ও আকিদা অনুসরণ করে থাকে। এমনকি এসব শাখা ও সম্প্রদায়ের ভিতরে উপশাখা আছে যেমন সুফিবাদে নানারকম তরিকা, সুন্নি ইসলামে নানারকম ধর্মতত্ত্ব যেমন আসারি, আশআরি, মাতুরিদি ইত্যাদি এবং আইনি কাঠামো যেমন হানাফি, মালিকি, শাফিঈ, হাম্বলি ইত্যাদি।

●এইসব শাখা ও সম্প্রদায় ছোট যেমন ইবাদি, জায়েদি, ইসমাইলি থেকে বড় (যেমন শিয়া, সুন্নি) হতে পারে।

●রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের ঘনটা ঘটেছে যেমন রেজভী, দেওবন্দি, সালাফি, ওয়াহবি ইত্যাদি।

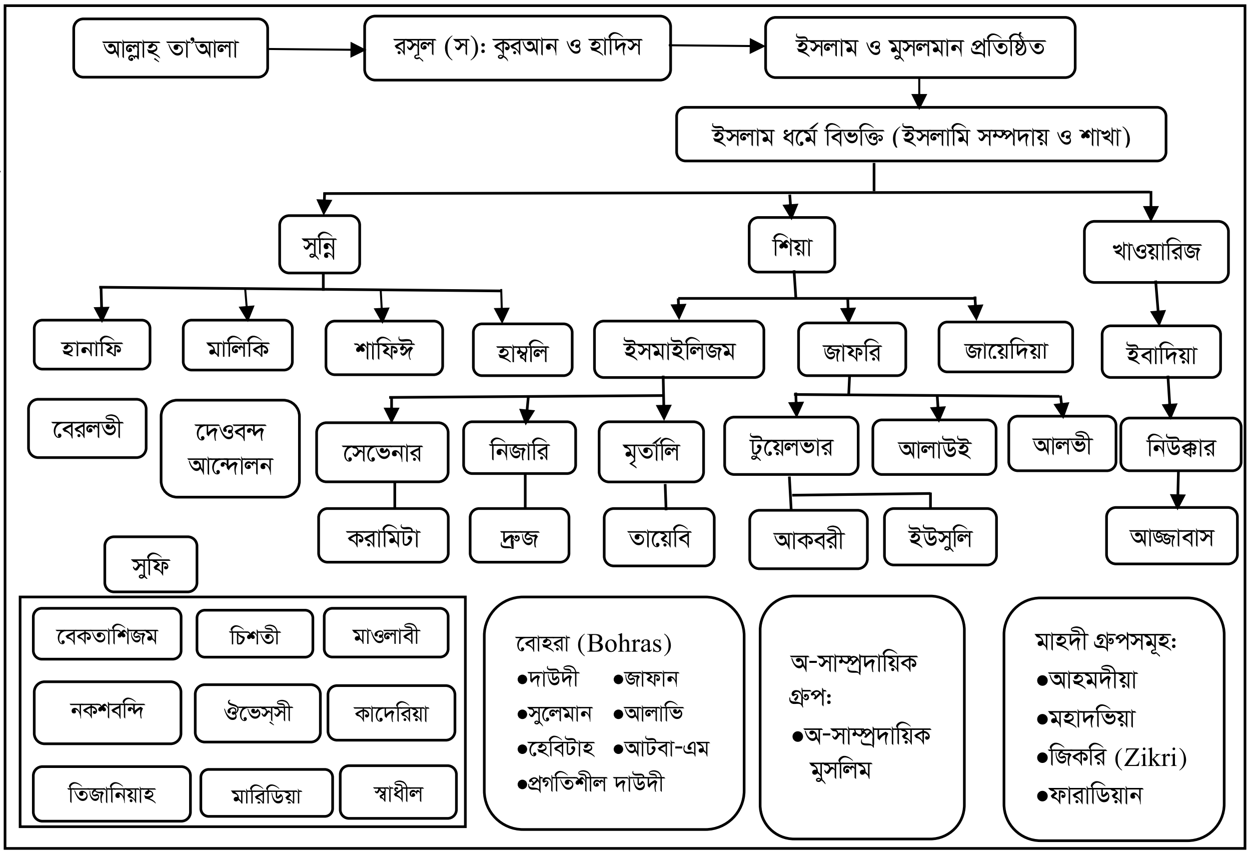

চিত্র-১. ইসলামের বিভক্তিকৃত বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায়ের নাম।

●আদর্শের উপর ভিত্তি করে কিছু অনানুষ্ঠানিক আন্দোলনও প্রচলিত আছে যেমন ইসলামি আধুনিকতাবাদ, ইসলামাবাদ পাশাপাশি আছে সুসংগঠিত সম্প্রদায় যেমন আহ্‌মদীয়া, ইসমাইলি, নেশন অব ইসলাম।

●ইসলামের কতিপয় শাখা-সম্প্রদায় অন্য শাখা-সম্প্রদায়সমূহকে তাকফির বা ধর্মত্যাগি হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করে থাকে যেমন সুন্নি মতাবলম্বিরা প্রায়ই আহমদিয়া, আলবীয়, কুরআনবাদী ও শিয়াদের ধর্মত্যাগি হিসেবে অভিহিত করে।

●কিছু শাখা-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগ ৭ম ও ৯ম শতাব্দিতে যেমন খারাজি, সুন্নি, শিয়া।

●আবার কিছু শাখা-সম্প্রদায়ের আগমন সাম্প্রতিক যেমন ইসলামি নব্য-ঐতিহ্যবাদ, উদারতাবাদ, ইসলামি আধুনিকতাবাদ, সালাফি, ওয়াহাবি আন্দোলন এমনকি বিংশ শতাব্দিতে জন্ম নেওয়া নেশন অব ইসলাম।

●অনেক সম্প্রদায় আছে যারা তাদের সময়ে অনেক প্রভাবশালী থাকলেও বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই, যেমন খারিজি, মুতাজিলা, মুরজিয়া।

●যেসব মুসলমান কোন শাখা-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিংবা যারা নিজেদের কোন শাখা-সম্প্রদায়ের অংশ বলে পরিচয় দেয় না, অথবা যাদের কোন স্বীকৃত শাখা-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাদের অসাম্প্রদায়িক মুসলিম বা মুসলিমুন বি-লা তাইফা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামের প্রধান শাখা ও সম্প্রদায়সমূহ[৫১]

১. সুন্নি ইসলাম

●সুন্নি ইসলাম এখন পর্যন্ত ইসলামের সর্ববৃহৎ শাখা। বিশ্বব্যাপী মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% মানুষ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

●সুন্নি শব্দটি মূলত সুন্নাহ শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। সুন্নাহ বলতে নবী মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সাহবীগণের কর্মের উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা অনুশীলন করা হয়েছে সেটাকে বোঝায়।

●সুন্নিরা বিশ্বাস করে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর আগে, মুসলিম সমাজের (উম্মাহ) রাজনৈতিক উত্তরাধিকার কে পাবে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলে যাননি। তারা মুসলিম সমাজের খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা) এর নির্বাচনকে সমর্থন করে।

●সুন্নি মুসলিমরা ইসলামের প্রথম চার খলিফা, আবু বকর (৬৩২-৬৩৪), উমর ইবনুল খাত্তাব (৬৩৪-৬৪৪), উসমান ইবন আফফান

(৬৪৪-৬৫৬) এবং আলি ইবন আবি তালিব (৬৫৬-৬৬১) কে একত্রে খুলাফায়ে রাশেদীন বলে অভিহিত করে।

- সুন্নিরা এটাও বিশ্বাস করে যে খলিফা পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিকভাবে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত করা সম্ভব। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীনের পর এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং উমাইয়া ও অন্যান্যদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের কারণে খলিফা পদের পদায়ন বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।
- ১৯২৩ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর মুসলিম বিশ্বে আর খলিফা দেখা যায়নি।

মাযহাব ও মাযহাবের তালিকা

- মাযহাব হলো ইসলামী ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এক একটি চিন্তাগোষ্ঠি ও চর্চাকেন্দ্র। নবী মুহাম্মদ (স) এর ইসলাম প্রচারের পর আনুমানিক প্রায় দেড়শত বছরের মধ্যে অনেক মাযহাবের উৎপত্তি হয়।[২০] প্রাথমিক সুন্নি মাযহাব চারটি যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।
- **হানাফী** মাযহাবটি ইমাম আবু হানিফা এর অনুসারে করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবটি ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকস্থ অংশ (লি'ভ্যান্ট), মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, বেশির ভাগ মিশর, ইরাক, তুরস্ক, বালকান এবং রাশিয়ার বেশির ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের চর্চা করে থাকে। এই মাযহাবের মধ্যে বেরেলেভি ও দেওবন্দীদের মত বিপরীত মুখী আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত।
- **মালেকী** মাযহাবটি মলিক ইবনে আনাস এর অনুসরনে করা হয়েছে। উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরানত, কুয়েত, সৌদি আরবের কিছু অংশ, এবং উচ্চ মিশরের মুসলমানরা এ মাযহাবের অনুসারী।
- **শাফিঈ** মাযহাবটি মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ এর অনুসারে করা হয়। সৌদি আরব, পূর্ব নিম্ন মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, সোমালিয়া, থাইল্যান্ড, ইয়েমেন, কুর্দিস্তান এবং কেরালার ম্যাপিলাস এবং ভারতের কোঙ্কানি মুসলমানরা এই মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। এটি ব্রুনাই এবং মালয়েশিয়ার সরকারি মাযহাব হিসেবে গৃহীত।
- **হানবালী** মাযহাব আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাতারের মুসলমানরা, সৌদি আরবের বেশির ভাগ এবং সিরিয়া ও ইরাকের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ এই মাযহাবের অনুসারী। সালাফীদের বেশিরভাগই অনেকাংশে এই মাযহাবটি অনুসরণ করে।

২. শিয়া ইসলাম

- শিয়া ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা, যা মোট মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ১০-১৫% নিয়ে গঠিত।
- যদিও এটি মুসলিম বিশ্বের সংখ্যালঘু, শিয়া মুসলমানরা ইরান, ইরাক, বাহরাইন এবং আজারবাইজানে মুসলিম জনসংখার সংখ্যাগরিষ্ট অংশ এবং সিরিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ এশিয়া, ইয়েমেন, সৌদি আরব, লেবানন ও পারস্য উপসাগরের অন্যান্য অংশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠি হিসেবে বসবাস করে।
- শিয়ারা বিশ্বাস করে যে হযরত আলী (রা) ইবনে আবি তালিব, যিনি হযরত মুহাম্মদ (স) এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা, প্রথম ইমাম এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর ন্যায়সঙ্গত উত্তরসূরি ছিলেন, এবং এ কারণে প্রথম তিন খলিফার বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করে।

প্রধান উপ-সম্প্রদায়

- ইসনা আশারিয়া হলো শিয়াদের একটি উপ-সম্প্রদায় যারা ১২ জন ইমামের শিক্ষায় বিশ্বাস করে। এই শাখাটি শিয়াদের একমাত্র শাখা যারা ১২ ইমামের হাদিস চর্চা করে।
- ইসমাইলি শিয়া ইসলামের আরেকটি উপ-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়টি আবার নিজারি ইসমাইলি, ইসমাইলি সপ্তস্তম্ভ, মুসতালি, দাউদি বোহরা, হেবতিয়া বোহরা, সুলেমানি বোহরা ও আলাভি বোহরাতে বিভক্ত।
- শিয়া ইসলামের জায়েদি উপ-সম্প্রদায় ঐতিহাসিকভাবে জায়েদ ইবনে আলি'র অনুসারী। বর্তমানে শুধুমাত্র ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলে তাদের বসবাস। যদিও তারা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, বর্তমান সময়ে তারা সুন্নি ইসলামে বেশি ঝুঁকে পড়েছে।

৩. খারিজি ইসলাম

- খারিজি (শাব্দিক অর্থ যারা বাতিল) ইসলামের একটি বিপুপ্ত সম্প্রদায়। যাদের আর্বিভাব ঘটেছিল ইসলামের প্রথম ফিতনা চলাকালিন সময়ে। এই সময় তৃতীয় খলিফা উসমান (রা) এর গুপ্তহত্যার পর মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে ব্যাপক যুদ্ধের সূচনা হয়।
- খারিজিরা শুরুর দিকে আলি (রা)র খিলাফত সমর্থন দিলেও পরবর্তিতে তারা আলি (রা) বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় তাকে হত্যা করে।
- যদিও বর্তমানে খারিজি ও খারিজি প্রভাবিত কিছু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও খারিজি বলতে এমন মুসলিমদের বুঝানো হয় যারা নিজেদের মতবাদের বাইরে অন্য কোন মতবাদকে গ্রহণ করে না।
- সুফ্রিরা ছিল খারিজিদের একটি বৃহৎ উপ-সম্প্রদায় যারা ৭ম এবং ৮ম শতকে সক্রিয় ছিল। সুফ্রিদের মধ্যে নুকারি নামে আরেকটি শাখা ছিল। এছাড়ও ছিল হারুরি সম্প্রদায় যারা খুলাফায়ে রাশিদিনের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

●খারিজিদের মধ্যে আযারিকা, নাযদাত ও আদজারিতি নামে আরও কিছু ছোট উ-সম্প্রদায় ছিল।

ইসলাম ধর্মের মতভেদ ও বিভক্ত হবার ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত

●'আর তোমরা সবাই একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না'- সূরা আলে ইম্‌রান ১০৩।

●'আপনার রব ইচ্ছা করলে সবাইকে এক জাতি করতেন, তবে তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে'- সূরা হূদ- অয়াত ১১৮।

●'যারা দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল নিয়ে পরিতুষ্ট'- সূরা রূম ৩২।

●'নিশ্চয় যারা স্বীয় দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনি [রসূল (স)] দায়িত্বশীল নন'- সূরা- আন আম ১৫৯।

বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যাবস্থা ইসলাম এবং মুসলমানদের উপর প্রভাব

ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার প্রভাব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, আর্থনীতি, এবং দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক বিরাট প্রভাব পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা ঐতিহ্যগত ধর্ম (যেসন ইসলাম ধর্ম) বিশ্বাস এবং প্রচলিত পালন পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান হাসিনা তিন মেয়াদ (১৯৯৬-২০২৪) বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব একনায়ক হিসেবে পালন করে। তার দায়িত্ব পালনে ভারতীয় 'র' এজেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে সাথে বিভিন্ন সেক্টেররের কতিপয় লোকসকল 'র' এজেন্টের সাথে সমন্বয় করে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এতে বাদ যায়নি মাদরাসা ও মসজিদও। মাদরাসা ও মসজিদ থেকে যাতে কোন বয়ান ও কার্যক্রম ধর্মনিরপেক্ষতা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল নিয়োগ ও কার্যক্রম সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যাতে মুসলমানগন প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুতি হয়। এসব বিষয়ে দৈনিক পত্রপত্রিকা, ফেসবুক, ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত দু'টি বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) মসজিদে ইমাম / খতিবদের জুম্মা নামাযের বাংলা বয়ানের কিছু তথ্য।

●জুম্মা নামাযের আজানের পরপরই খতিব সাহেব মাইকে বললেন যে, বাংলাদেশের জাতির পিতার ইসলামে আবদান সম্পর্কে বয়ান করবেন। তার কথা শুনে মুসল্লিগন ইতস্ততবোধ বোধ করছে। চার রাকাত সুন্নাত নামায শেষ হবার সাথে সাথে খতিব সাহেব দাঁড়িয়ে জাতির পিতার নাম নেওয়ার সাথে সাথে দেওয়ালে আটঁকানো কুরআনের র‍্যাকটা কুরআনসহ ভেঙ্গে পড়ে গেল। এই ঘটনা দেখে আমি অত্যান্ত আশ্চর্য ও কুরআনের আয়াত ('তিনি সঙ্গে থাকেন তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন তিনি তোমাদের কর্ম দেখেন'- সূরা হাদীদ ৪; 'গায়েবের চাবি তো তাঁরই কাছে. তিনিই জানেন, জল-স্থলের সব কিছু তিনিই জানেন, একটি পাতাও ঝরে না তাঁর অজ্ঞাতে'; সূরা- আন-আ-ম ৫৯) স্মরণ হয়। খতিব সাহেব সেটাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে (মনে হয় কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে) সে বিষয়ের উপর বয়ান করলেন। বায়ানের শেষ পর্যায়ে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য কিন্তু জাতীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য প্রশংসা করা যাবে।' সূরা- ফাতিহা- ১ম আয়াত, তাই আমার ধারণা এবিষয়টি সম্পর্কে সকল মুসলমানদের জানা, তাই ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

●খবরের শিরোনামঃ খতিব নিয়ে বায়তুল মোকাররমে উত্তেজনা, সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন- ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শুক্রবার ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর পালাতক থাকা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব রুহুল আমীন ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে মুসল্লিদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত খতিব ড. মুফতি ওয়ালিয়ুর রহমান খান বয়ান করছিলেন। পালাতক খতিব অনুসারীদের নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। আমার মনে হয় অতিরিক্ত ব্যাখার প্রয়োজন নেই কারণ ফ্যাসিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আওয়মী ওলামা লীগ এবং ভারতীয় 'র' এজেন্টর কার্যক্রম এভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

●বছর দুই পূর্বে ফার্ম গেটের এক মসজিদে শুক্রবারের জুম্মার নাম পড়তে গিয়ে, ইমাম/খতিব সাহেবে বাংলা বয়ানে শুনলাম, 'আল্লাহ্‌কে না ভালবাসলেও চলবে তবে হয়রত মুহাম্মদ (স) কে ভালবাসতে হবে।' তখন মনে হয়েছিল যে, ইমাম সাহেব তাবলীগ জামাতের অনুসারী অথবা আওয়ামী ওলামা লীগের অনুসারী, তাদের কুরআনের সাথে তেমন কোন সম্পর্ক নেই। কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, 'যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুকরণ কর।'- সূরা- আলে ইমরান আয়ত ৩১।

●অন্য এক খতিবের বয়ান ইউটিউবে দেখলাম তিনি বলছেন, 'নবী করিম হযরত মুহাম্মদ (স)কে নবী মানি তাঁর তরিকার জন্য।' আমার মনে হয় বয়ানের সময় তিনি ভুলে গেছিলেন, আগে ঈমান থাকতে হবে, 'পূন্য আছে ঈমান আল্লাহ্‌, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি'- সূরা বাক্বারাহ ১৭৭। তাই প্রথমে নবীদের প্রতি ঈমান থাকলে সে নবীর তরিকার উপর অবিশ্বাস থাকবেনা। এছাড়া নবিদের নিজস্ব কোন তরিকা ছিলনা কারণ আল্লাহ্‌ যে তরিকা প্রচার করতে বলেছিলেন সেই তরিকা নবিগণ প্রচার করেছেন। ইউটিউবে উক্ত খতিবের আরও বিতর্কিত বয়ান দেখা যায় যেমন- জাতীয় মসজিদের খতিব সম্পর্কে একি তথ্য দিলেন মুফতি হামিদ জহরি। তিনি বলেন, খতিব সাহেব বলেছেন, 'আমি খুদবা দিতে মেম্বারে উঠলে রসুল (স) হাজির হয়ে যান।' আরও এক বয়ানে তিনি বলেন, রসুল (স) এর মৃত্যু পরে তাঁকে কে গোছল দিবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তবে সকলের সম্মতিতে হযরত আলীকে সে দায়িত্ব দেয়।

তখন তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, মৃত্যু রসুল (স) জিজ্ঞাসা করেন যে, পরিহিত কাপড়ের উপর দিয়ে না কাপড় খুলে গোছল দিব। তখন রসুল (স) বলেন কাপড়ের উপর দিয়ে দিতে হবে। সেভাবে কার্য সম্পাদন করা হয়। একইভাবে যখন খতিবের হুজুর 'মুরসিদে কেবলা' ইন্তিকাল করেন তখন তিনি একই ভাবে তার হুজুর 'মুরসিদে কেবলা'কে জিজ্ঞেসা করেন এবং তিনিও বলেন কাপড়ের উপর দিয়ে গোছল দিতে হবে। মুফতি জহরি বলেন, হাদিসের কোথাও এসব তথ্য নেই। উক্ত খতিবের একজন ল্যাসপেন্সার ইউটিউব ভিডিওতে, বলেন 'সারা দেশে সারা বিশ্বের উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় আলেম বাংলাদেশে- বায়তুল মুকারাম খতিব।'

●মসজিদ নির্মাণ সক্রান্ত অস্বাভাবিকতা- সমগ্র বাংলাদেশে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণের জন্য এক বিলিয়ন আমেরিকান ডালারের একটি প্রকল্পের অধিনে নির্মাণ কাজ শুরু হয় যা ২০২৬ সালে সম্পন্ন হবার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরে দেখা যায় উক্ত প্রকল্পটির আর্থিক লেনদেনে দুর্নীতির করা হয়েছে এবং তদন্তের জন্য একটি কমেটি গঠন করা হয়েছে। অন্য একটি প্রকল্পের অধিনে বাংলাদেশের গ্রামের পুরতান মসজিদগুলোর রেনভেশন বা সংস্কারসাধনের জন্য অর্থ দেয়া হয়। আমি আমার গ্রামের বাড়ীতে একটা মসজিদ করে দিই। হঠাৎ মোবাইলে মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা প্রতিটি মুসজিদকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে দিয়েছে। তবে ৫০,০০০/- টাকার প্রাপ্তি রশিদ লিখে দিয়ে আর্ধেক ২৫,০০০/- দিয়েছে এবং অর্ধেক টাকা নেতারা মেরে নিয়েছে। আমার অগোচরে এক কাজটি সম্পন্ন করেছে।

আমি রুয়াপ প্রকল্পের একটি ফ্ল্যাটে থাকি এবং সে প্রকল্পের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ কাজ চার বছরের অধিক সময় ধরে চলছে। এমন একটি মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে তার নির্মাণ নকশা পৃথিবীতে আছে কি না তা আমার জানা নেই। তবে মসজিদের সামনের রাস্তায় আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে যে এখানে কোন মসজিদ আছে কি। অর্থৎ মসজিদের বাহিরের গঠন কাঠামো দেখে বোঝা যায় না যে এটা মসজিদ। মক্কার মসজিদে হারাম (Masjud al-Haram), মদিনার মসজিদে নববী (Masjid Nabawi) এবং আল-আকসা মসজিদ (Al-Aqsa Mosque)সহ প্রায় সকল আবাসিক এলাকার মসজিদের মূল জামাতের স্থান মসজিদের নিচ তলায় আছে। তবে বাণিজ্যিক এলাকায় নিচের তলায় দোকানপাট এবং উপরে মসজিদ করা হয়। সে অনুযায়ী এই বৃহৎ মসজিদটির নির্মাণ প্লান করা হয়নি। কারণ এই প্রকল্পের অধিনে যারা ফ্লাট ক্রয় করেছে তারা অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধি জনগণ। তাদের পাঁচ ওয়াকত নামায মসজিদে পড়া প্রয়োজন কিন্তু দো-তলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অনেকে অক্ষম এবং এপর্যন্ত তিনজন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে পাঁ ভেঙেছে ফলে তারা আর মসজিদে নামায পড়তে যেতে পারে না। এছাড়া জুম্মা নামাযের দিনে কয়েক হাজার মানুষের জন্য অপর্যাপ্ত লিফ্‌টের ব্যবস্থাও জটিল অবস্থা সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশে জুলাই বিপ্লব এবং ৫ আগষ্ট ২০২৪ অন্তর্বতী সরকার গঠন

বাংলদেশে ৫ই আগষ্ট ২০২৪ তারিখে হাসিনার পলায়নের পরে একটি অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষ্য অনুযায়ী, '১৫ বছর হাসিনার শাসন আমলে বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্টান এবং অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে।' পত্রিকার ভাষ্য অনুয়ায়ী প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে হাসিনার দেশ থেকে ভারতে পালায়ন করে।

●চাকরির কোটার সংরক্ষণ আন্দোলন অতিরিক্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ (Mishandling job quota protects)

●অত্যধিক দাম্ভিকতা ও অহংকার (Arrogance)

●বিতর্কিত রাজাকার মন্তব্য করা (Controversal Razzakar comment)

●ব্যাপক দুনীতি, স্বজনপ্রীতি, হিন্দুয়ানি ও দলীয়ভাবে সকল চাকরীতে নিয়োগ (Rampant corruption, nepotism)

●বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং আয়না ঘর সৃষ্টি করে সামরিক বাহিনীর সসদ্যসহ রানীতিবিদ ও জনসাধরণকে নির্যাতন এবং হত্যা।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০২৫ (Women Reform Commission Report 2025)

বাংলাদেশে ৯১.০৪% মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ। ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই কুরআন এবং সুন্নার বিধানের মাধ্যমে একমাত্র ইসলাম নারীর আধিকার ও মর্যদা স্বীকৃত। ইসলামে নারীর অধিকার মূল্যায়নের ক্ষেত্রকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে যথা- (ক) আত্মিক অধিকার, (খ) অর্থনৈতিক অধিকার, (গ) সামাজিক অধিকার, (ঘ) বিদ্যার্জনের অধিকার, (ঙ) আইনানুগ অধিকার এবং (চ) রাজনৈতিক অধিকার।[৫৩]

The important recommendations of the commission are (bdnews24.com):

① Instituting a uniform family law to ensure equal rights for women of all religions in marriage, divorce, inheritance, and maintenance cases.

ক. ইসলাম ধর্মে বিবাহ

পারিবারিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় বিবাহের মাধ্যমে। ইসলামে বিয়ে করার পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা বা নীতিমালা প্রদান করেছে। এই নীতি মালা না মানার কারণে পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পরিবার

গঠনের প্রথম পদক্ষেপ, বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হচ্ছে। যার বিরুপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিবাহ-শাদীর মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতিবাদ দিয়ে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করছে। ফলে পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন রকমের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এমনকি অতিমাত্রায় বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। যার প্রভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পড়ছে। বিবাহ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ না মানার কারণে মানুষ গুণাহের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে, যার কারণে পরকালে আল্লাহর শাস্তির সম্মুক্ষীন হতে হবে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় 'দীন-ই-এলাহি' প্রকৃতির নারী পুনর্গঠন কমিশন রিপোর্ট ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একটি 'মারার উপর খাঁড়ার ঘা' ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন এবং হাদিসের ইসলামের কতিপয় তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- 'তোমাদের মধ্য হতে সংগীনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা শান্তি পেতে পার, এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন আছে'- সূরা রুম ২১।
- 'আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের তাদের মোহর খুশী মনে; যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মহরের অংশ বিশেষ ছেড়ে দেয়, তবে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ করতে পার'- সূরা নিসা ৪।
- রসূল (স) বলেন, 'মুসলিম বান্দা যখন বিবাহ করে, তখন সে তার অর্ধেক ঈমান (দ্বীন) পূর্ণ করে, অতএব বাকী অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে' (সহী আল-জা-মিউস সাগীর আযিয়াদাতুহ ৬১৪৮)।

খ. ইসলাম ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ সম্পর্কে কুরআনের আয়তসমূহ

ইসলামে উত্তরাধিকার আইন হলো মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত মৃত্যের সম্পতি তার ওয়ারিশদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বন্টন ব্যবস্থপনার এক শাশ্বত বিধান। কুরআনে ওয়ারিশদের বিভিন্ন শ্রেণি ও মৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তির আধিকার যথাযথ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

- 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পুত্র পাবে দু'কন্যার সমান; তবে যদি দু'য়ের অধিক কন্যা হয় তবে দু'তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি শুধু এক কন্যা হয়, তবে অর্ধেক পাবে'- সূরা নিসা ১১।
- 'আর নিঃসন্তান স্ত্রী মারা গেলে তোমরা (পুরুষ) তার পরিত্যাক্ত সম্পতির অর্ধেক পাবে; যদি তাদের সন্তান থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পতির এক চতুর্থাংশ পাবে, অছিয়ত ও ঋীণ পরিশোধের পর'- সূরা নিসা- ১২।
- 'আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় ও বিধান লংঘন করে তাকে আগুনে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে সে চিরকাল থাকবে; তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'- সূরা নিসা ১৪।

গ. ইসলাম ধর্মে তালাক ও ভরণপোষণ বিষয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ

- ইসলামে তালাক প্রদান অত্যন্ত অপছন্দনীয় তবে এর অনুমতি আছে।
- ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক সবচেয়ে জঘন্য বৈধ কাজ। বিনা কারণে তালাক দেয়া অবৈধ ও গর্হিত অন্যায়। তবে স্বামী কোন প্রকার কোর্ট, কাজী/স্বাক্ষী/লেখা-জোখা ছাড়াই শুধু মুখে তালাক উচ্চরণ করলেই স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও বিয়ে বাতিল হয়। তবে রাষ্টীয় ভাবে দেশের আইন অনুযায়ীও তালাক দিতে হবে।
- 'হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান করবে, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রাখবে, ইদ্দত শুনবে, তোমাদের রব আল্লাহ্কে ভয় করবে, ঘর হতে তাদেরকে বের করবে না; তারও যেন সেচ্ছায় বের না হয়, আর যদি তারা স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়, তবে তা আলাদা এটা আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান; যে আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে'- সূরা ত্বালাক্ব ১।
- অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হলে, তখন তাদেরকে সম্ভবে রাখবে বা সম্ভবে ছেড়ে দিবে, আর তোমরা নিজেদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রাখবে'- সূরা ত্বালাক্ব ২।
- আর তোমাদের তালাক প্রদত্তা স্ত্রীদের হায়েয শেষ এবং শুরু হয়নি এমন সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এখনও যাদের ঋতুস্রাব শেষ হয়নি তাদের ইদ্দত তিন মাস। গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকদের ইদ্দত তাদের গর্ভ খালাস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।'যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার সব কাজের সহজ সমাধান দিয়ে থাকেন'- সূরা ত্বালাক্ব ৪।
- 'সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের আবাসে তাদেরকে স্থান দিবে, তাদেরকে হয়রানির উদ্দেশ্যে কষ্ট দিও না, যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের পানাহারের ব্যয়ভার বহন করবে। তারা যদি স্তন পান করায়, তবে তাদের প্রতিদান দিও। এব্যাপারে পরস্পর সমঝোতা কর। যদি তোমরা অসুবিধায় পড় তবে অন্য ধাত্রীর দুধ পান করাবে'- সূরা ত্বালাক্ব ৬।
- বিত্তবান ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে অসচ্ছল ব্যক্তি, সে আল্লাহ্র দান অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে আল্লাহ্পাক কাউকে কষ্ট প্রদান করেন না। অবশ্যই আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি দেন'-সূরা ত্বালাক্ব ৬।

② Ensure equal rights for women over their children by amending the Guardians and Wards Act, 1890.

- হে ঈমানদারেরা! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, সতর্ক থাকো। আর যদি তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও

ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'- সূরা তাগ-বুন ১৪।

- নিশ্চয় যারা মু'মিন নারী ও মু'মিন পুরুষকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করে নি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, ওতে রয়েছে দহন যন্ত্রণা'- সূরা বুরূজ্ব ১০।
- আবু হুরায়রা ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তারা বলেন, রসূল (স) বলেন, 'সন্তান মহিলারই এবং ব্যাভিচারীর জন্য শুধু পাথর তথা রজম'- সহীহ বুখারী ২০৫৩, ২২১৮,৬৮১৮; সহীহ মুসলিম ১৪৫৭, ১৪৫৮।

③ The next elected government should amend the family laws of different religions and ensure a 50-50 share of property for women by amending Muslim and other religious inheritance laws.

④ Increase the number of parliamentary seats to 600, with 300 seats reserved for women with direct elections.

বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে একটি 'সংবিধান সংস্কার কমিশন' গঠিত হয়েছে। এমনকি উক্ত কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করাও হয়েছে। তাই ③ এবং ④ ক্রমিক নম্বেরের তথ্য নতুন সংবিধানে থাকার কথা। এছাড়া সংস্কারকৃত সংবিধানেই থাকবে যে, সংবিধান মূল ভিত্তি হবে ৯১.০৪% মুসলিম জনগনের ইসলাম ধর্মের উপর ভিত্তি করে, না ধর্মনিরপেক্ষ, না ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে বা নাস্তিকদের পক্ষে। আবার নারী অধিকার কমিশনের রিপোর্টি সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নার পরিপন্থি।

⑤ Include forced sexual intercourse within a marriage as rape under the criminal law.

ক. স্বামী এবং স্ত্রী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

- 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তোমাদের ক্ষেতে ইচ্ছামত যেতে পার, নিজেদের জন্য আগেই কিছু ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। আর জেনে রাখ, তাঁর সামনে তোমাদেরকে যেতে হবে; মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও'- সূরা- বাক্বরাহ ২২৩।
- 'আর পুরুষরা নারীদের কর্তা, কেননা, আল্লাহ্ একজনকে অন্যজনের উপর মর্যদা দিয়েছেন; আর তারাই তো ব্যয় করে সম্পদ; সুতরাং সতী নারী অনুগত, আল্লাহ্র হিফাজতে তারা (স্বামীর) অবর্তমানে (সংসার) রক্ষা করে; যখন তাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তখন তাদের উপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যাবস্থান বর্জন কর; যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যাপারে আর বাহানা খোঁজ করো না; আল্লাহ মহামর্যদাবান'- সূরা নিসা ৩৪।
- 'উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে পুরুষ ও মহিলার বংশ হতে একজন করে সালিস নিয়ুক্ত করবে; উভয়ই মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ সপ্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ্ জ্ঞানী, অবহিত'- সূরা নিসা ৩৫।
- 'নিশ্চয় আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব নাযিল করেছি যেন আপনি আল্লাহ্র শিখানো ওহী দ্বারা মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন; আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করবেন না'- সূরা নিসা ১০৫।
- 'আর যদি কোন স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার বা অবহেলার ভয় করে, তবে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করা দোষণীয় নয়'- সূরা নিসা ১২৮।

খ. স্বামী এবং স্ত্রী সম্পর্কে হাদিসের তথ্য

- 'যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগত ও পতিব্রতা সে নারীর বড় মর্যদা রয়েছে ইসলামে। প্রিয় নবী (স) বলেন, 'রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাজত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে' (মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৪)।
- 'শ্রেষ্ঠ রমনী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না' (আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৮৩৮)
- 'স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যদা বিরাট। এই মর্যদার কথা ইসলাম নিজে ঘোষণা করেছেন। প্রিয় নবী (স) বলেন, 'স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম' (আদাবুয ডিফাফ ২৮৫)
- 'যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তা হলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে' (তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৫)
- 'মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথাযর্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো' (সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর আযিয়াদাতুহ ৫২৫৯)।
- 'তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায় তবে সে বাধা দিতে পারবে না' (আদাবুয যিফাফ ২৮৪)।
- 'দুই ব্যক্তির নামায তাদের মাথা অতিক্রম করে না (কবুল হয় না); সেই ক্রীতদাস যে তার মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করেছে, সে তার নিকট ফিরে না আসে পর্যন্ত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (নমায কবুল হয় না)'(আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৮)।

●'তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না; মাথার উপরে যায় না; এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায় এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়' (আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬৫০)।

স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (স) এর আনুগত্য। সুতরাং স্বামীকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ তালাক ও দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হলো স্বামীর আহবানে স্ত্রীর যথাসময়ে সাড়া না দেওয়া। উক্ত অধিকার পালনেই স্বামী স্ত্রীর বন্ধন মজবুত ও মধুর হয়ে গড়ে উঠে, নচেৎ নয়। অথচ, নারী পুনর্গঠন কমিশন রিপের্টে স্বামী কর্তক স্ত্রীকে জোরপূর্বক যৌন মিলনকে যৌন ধর্ষণ বলা হচ্ছে। 'নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উস্কানি দিয়ে থাকে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু'- সূরা বনী ইসরাঈল ৫৩। 'তারাই মানুষকে পথচ্যুত করে, অথচ তাদের ধারণা যে, তারা সৎ পথেই আছে'- সূরা যুখরুখ ৩৭।

⑥ Refrain from making unnecessary references to women in presentations and using misogynistic statements and images.

⑦ Ensure the dignity and labor rights of sex workers by amending the labor law.

• A proposal to recognize the professionals of sex workers (sex work) as a legitimate profession has been made. Such a proposal contradicts Islamic values and Articles 2(a) and 26 of the Constitution.

কুরআন এবং হাদিসের আলোকে ইসলামে যিনা বা পতিতাবৃত্তি

●ইসলামে পতিতাবৃত্তি একটি নিষিদ্ধ ও অবৈধ কাজ। এটি বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক, যা কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী অবৈধ ও হারাম।

●'আর ব্যভিচারিনী ও ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত প্রদান কর। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করতে গিয়ে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া যেন তোমাদেরকে না পায়, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রদানকালে উপস্থিত থাকে'- সূরা নূর ২।

●ব্যাভিচারী' ব্যাভিচারিনী বা মুশ্রিকা ছাড়া বিবাহ করে না; ব্যাভিচারিনীকে কেবল ব্যাভিচারী বা মুশ্রিকই বিবাহ করে, আর এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে'- সূরা নূর ৩।

●'হে মু'মিনরা! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যদি কেউ শয়তানের অনুসরণ করে, তবে সে তো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়'- সূরা নূর ২১।

●'যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদের জিহ্বা, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান করবে'- সূরা নূর ২৪।

●'আর দুশ্চরিত্র রমনীরা দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্র রমনীদের জন্য'- সূরা নূর ২৬।

●'আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকো না, ঝুঁকলে জাহান্নামের অগ্নি তোমদের স্পর্শ করবে'- সূরা হূদ ১১৩।

●'আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ'- এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিক সমগ্র সমাজের জন্য।

আবু উমামা (রা) বলেন, এক যুবক রসূল (স) এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আমাকে ব্যাভিচার করার অনুমতি দিন'। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রসূল (স) তাকে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রসূল (স) তাকে বললেন,'তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর?' যুবক উত্তর করল: আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্র শপথ, তা কখনও পছন্দ করি না। তারপর রসূল (স) বললেন, 'তুমি কি তোমার মেয়ে, বোন, ফুফু ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল। এরপর রসূল (স) তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্! তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফযত করুন'। বর্ণনাকারী সাহাবী বললেন, এরপর এ যুবকে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না- মুসনাদে আহমাদ ৫/২৫৬. ২৫৭।

দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রসূল (স) বলেন, 'যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মু'মিন থাকে না'- মুসলিম ৫৭

●উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স) বলেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা দিয়েছে তথা বিধান অবর্তীর্ণ করেছেন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর শাস্তি হচ্ছে, একশতটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হচ্ছে, একশতটি বেত্রাঘাত ও রজম তথা মাথর মেরে হত্যা'- সহীহ মুসলিম ১৬৯০, সুনান আবু দাউদ ৪৪১৫,৪৪১৬, সুনান তিরমিযী ১৪৩৪।

●আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স) বলেন, 'কোন জাতির মধ্যে ব্যাভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলে তারা নিজেরাই যেন হাতে ধরে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আযাব নিপতিত করলো'- সহীহুত তারগীবী ওয়াত তারহীবী, ২৪০৪

⑧ The reform commission report also proposes a ban on polygamy, a provision permitted in Islamic Sharia.' As a result, the commission's recommendation violates the right to practice religion under Article 41 of the Constitution.

●ইসলাম শরিয়তে পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু এটি কিছুতেই শর্তহীন নয়। বরং ভরণপোষণ, আবাসন ও শয্যাযাপনের ক্ষেত্রে শতভাগ সমতাবিধান নিশ্চিত করা না গেলে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বৈধ নয়।

●পুরুষের ক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য এমন, 'বিয়ে করে নাও তাদের মধ্য হতে দুই, তিন বা চার জন করে তোমাদের পছন্দমত; যদি সুবিচারের ভয় হয় তবে একজন অথবা অধিকারভুক্ত দাসীকে' এতে অন্যায় না হওয়ার সম্ভবনা বেশি'- সূরা নিসা ৩।

●'স্ত্রীদের ব্যাপারে সমান ব্যবহার করতে যতই তোমরা চাও, পারবে না; তবে সম্পুর্ণভাবে এক দিকে ঝুকবে না আর অন্যকে ঝুলিয়ে রাখবে না, যদি আপোষ কর ও মুত্তাকী হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' -সূরা নিসা ১২৯।

●বেশিরভাগ আধুনিক মুসলিম বহুবিবাহের প্রথাকে অনুমোদিত বলে মনে করেন, কিন্তু সাধারণ পুরুষদের উপর আদর্শিক চাপের কারণে এটি অস্বাভাকি এবং সুপারিশ করা হয় না। অনেক দেশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করার আইন রয়েছে। অবশ্য বহু দেশের পাশাপাসি বাংলাদেশের আইনের মাধ্যম্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেক দেশে একজন পুরুষকে তার প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় স্ত্রী নেওয়ার অনুমতি নিতে হয়।

●বহুবিবাহের গ্রহণযোগ্য রূপ হিসেবে প্রধানত তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যথা- যদি স্বামী যৌনভাবে সন্তুষ্ট না হন বা সন্তানসন্ততি সম্পন্ন অন্য কোনও মহিলার যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয়, এবং/অথবা স্বামী যদি যৌনভাবে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি পতিতাবৃত্তি বা প্রেমের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন।

●কিছু সংখ্যাক পুরুষের শারীরিক চাহিদা অধিক হওয়ায় একজন স্ত্রী যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা আইন করে বন্ধ করা হলে সেসব ব্যক্তি জৈবিক চাহিদা মিটানোর জন্য হারাম পথে পরিচালিত হবে।

●একজন স্ত্রী হয়তো বন্ধ্যা হতে পারে অথবা অসুস্থ স্ত্রী স্বামীর জৈবিক চাহিদা মিটাতে পারে না। সেক্ষেত্রে অন্য একজন বিয়ে করা।

●একজন আত্মীয় অবিবাহিত বা বিধবা নারী যার কেউ নেই এবং সেক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর পাশাপাশি দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যেন সে ঐনারীকে পবিত্র রাখতে পারে।

●সাধারণত পুরুষের তুলনায় নারীদের দৈহিক ও যৌন সক্ষমতা বার্ধক্যে হ্রাস পায়। কিন্তু পুরুষের যৌন শক্তি পুরোপুরি অটুট থাকে এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ব্যাবস্থা রাখা যেতে পারে।

●নারীবাদীদের মূল বৈশিষ্ট্য পুরুষ ও স্বামী বিদ্বেষী হয়। তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং ভয় থাকে না।

⑨ Support for slogan 'My Body, My Choice, an attempt has been made to cross the line of morality without basing it on Sharia law.'

●Its recommendations are in direct conflict with Islamic Sharia, our constitution, and the values of the religious people.

●আমার দেহ, আমার পছন্দ একটি স্লোগান যার অর্থ নারীর ব্যক্তিগত শারীরিক স্বাধীনতা, এবং পছন্দের অনুযায়ী তাদের নিজশ্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেহ এবং জনন অঙ্গের স্বাস্থ্য ও ব্যবহার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত এবং বাচ্চা উৎপাদন অধিকার। এ শ্রেণির নারীদের আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস এবং কোন ভয় নেই। এবিষয়ে ক্রমিক নং ৭ বর্ণনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

'ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারীদের মুসলমান' বলা হয় এবং 'কুরআন ও হাদিস' তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ। রসুল (স) এর জীবদ্দশায় কুরআনের বিধান (ওয়াহীয়ে মাতলূ) এবং গায়র মাতলূ বিধান দিয়ে রসূল (স) তাঁর সাহবীদের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরবর্তীতে চার খলিফার যুগেও একইভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। প্রথমে ইসলামের বিভক্তি আরম্ভ হয় শিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় সুন্নি বা সুন্নাহ। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় জাল হাদিসের উদগম ও প্রয়োগ আরম্ভ হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রায় ২০০ বছর পরে যে চারজন হাদিসের ইমাম হাদিসগ্রন্থ সংকলন করেন এবং পরবর্তীতে একটি ইসলাম ধর্মে তাঁদের নামানুসারে চারটি মাযাবের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে হাদিস গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৫টি। অপরদিকে শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামের সংখ্যা ছিল বার জন। এছাড়া বিভিন্ন মাযাব ও লা-মাযাব উপ-সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। এমনকি অমুসলিমদের মাধ্যম্যে একাধিক 'গুড মুসলিম' গ্রুপও

সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে বর্তমানে ইউটিউব খুললেই দেখা যায়, 'আহলে কুরআন' প্রধানত হাদিস বিরোধী বিভিন্ন যুক্তি দোহাই দিয়ে মুসলমানদের হাদিস না মানার জন্য আহবান জানায় অপরদিকে 'আহলে সুন্নাহ বা হাদিস' নামের সংগঠনগুলি হাদিস বা সুন্নার মাধ্যমে ইবাদত পালনের যুক্তি উপস্থান করে। ফলে মুসলমানগণ রসূল (স)কে অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজনিজ মাযাব, সম্প্রদায় এবং উপ-সম্প্রদায়ের ইমামকে অনুসরণ আরম্ভ করে। প্রকৃত ইসলামের অস্তিত্ব পরিবর্তিত হয়ে প্রচলিত ইসলাম স্থায়িত্ব লাভ করে। রসূল (স) এর হাদিস অনুযায়ী মুসলমানগণ ৭৩টি দলে বিভক্ত এবং মুসলমানদের মধ্যে যে দলটি রসূল (স) এবং তাঁর সাহবীদের অনুসরণ করবে সে দলটি ছাড়া বাকি সকল দল জাহান্নামে যাবে'। পৃথিবীতে ইসলামের যে সব গ্রুপের আবির্ভাব হয়েছে তাদের প্রত্যেক গ্রুপের নামায আদায় কারার পদ্ধতি দেখা যায় ভিন্ন, তবে রসুল (স) বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো সেভাবে নামায পড়তে হবে'। কিন্তু সেই নামায পড়ার পদ্ধতি বিভিন্ন হাদিসের উপর ভিত্তি করে হওয়ায় আসল পদ্ধতিটি মুসলমানগণ হারিয়ে ফেলেছে। তবে হাদিস অনুযায়ী একটি দল নিশ্চয় আছে যে দলটি রসুল (স) ওয়াহীয়ে মাতলূ (কুরআন) এবং গায়র মাতলূ (সহীহ হাদিস) বিধান অনুসরণ করে ধর্ম পালন করছে এবং মসজিদে নামাযে যে জামাত হয় সেটাই ইসলামে মুসলমানদের প্রকৃত দল বা জামাত। আল্লাহ্ কুরআনে বলছেন,'আপনার রব ইচ্ছা করলে সবাইকে এক জাতি করতেন, তবে তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে'- সূরা হূদ- অয়াত ১১৮; 'যারা দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল নিয়ে পরিতুষ্ট'- সূরা রূম ৩২; 'নিশ্চয় যারা স্বীয় দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনি [রসূল (স)] দায়িত্বশীল নন'- সূরা- আন আম ১৫৯। এছাড়ও আল্লাহ্ বলেছেন, 'আর তোমরা সবাই একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না'- সূরা আলে ইম্‌রান ১০৩। এখানে স্পষ্ট যে, ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার ধর্মে একটি মাত্র মুসলিম দল থাকবে তারা নতুন কোন নামকরণ দল সৃষ্টি করবে না যারা আল্লাহ্‌র রজ্জু, কুরআন এবং সহীহ হাদিসকে শক্তভাবে ধরে থাকবে কোন অবস্থায় মূল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

কুরআনের আলোকে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও ইসলাম বিদ্বেষী করার কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করা হলো। স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ্ বলছেন, 'তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক'- সূরা বাক্বারাহ ১৮৭। ইবলিস এখনও সক্রিয় রয়েছে এবং তোমাদের পোশাক খুলে ফেলতে চায়। 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক অতঃপর যেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও; তবে এ গাছের কাছেও যেও না; গেলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে'- সূরা আ'রা-ফ ১৯। 'এভাবে সে ধোঁকায় ফেলল, অতঃপর যখন তারা বৃক্ষের ফল খেলে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ল, আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে তা ঢাকতে লাগল; তখন তাদের রব তাদেরকে বললেন, 'আমি কি এ বৃক্ষ হতে নিষেধ করি নি, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'- সূরা আ'রা-ফ ২২। 'সে বলল, পুনরুত্থানদিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন'- সূরা আ'রা-ফ ১৪; 'তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের একজন'- সূরা আ'রা-ফ ১৫; 'সে বলল যেহেতু আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করলে, আমিও সরল পথের বাঁকে ওঁৎ পেতে থাকব'-সূরা আ'রা-ফ ১৬; 'অতপর তাদের সম্মুখ, পেছন, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের নিকট আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকর গুজার পাবেন না'-সূরা আ'রা-ফ ১৭; 'বললেন বের হয়ে যা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়, তাদের মধ্যে যে কেউ তোর অনুসরণ করবে অবশ্যই তোদের সকলকে দিয়েই জাহান্নাম পূর্ণ করব'-সূরা আ'রা-ফ ১৮।

আল্লাহ্‌র কুরআনে নাযিলকৃত আইন অপচ্ছন্দ করে নতুন আইন প্রনয়ণ ও কার্যকর করা হলে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন 'আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্বের কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব দ্বারা আপনি ফায়সালা করবেন; আগত সত্য বাদ দিয়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না'-সূরা মা-য়িদাহ্ ৪৮; 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, তাই তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করবেন'- সূরা মুহাম্মাদ ৯; 'আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান দিয়ে যারা ফয়সালা করে না তারা কাফের'- সূরা মা-য়িদাহ্ ৪৪; 'আর যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম'-সূরা মা-য়িদাহ্ ৪৫; 'আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারাই ফাসেক'-সূরা মা-য়িদাহ্ ৪৭।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০২৫ জমাদানকরী সদস্যদের ছবি দেখে মনে পড়ে কুরআনের একটি আয়াত, 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ'- সূরা আ'লা ১৬। 'পরকাল (দুনিআর তুলনায়) বহুগুণে শ্রেয় ও স্থায়ী'- সূরা আ'লা ১৭। সে সাথে নিচের সহীহ হাদিসটি, ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত, রসূল (স) বলেছেন, 'আমি বেহেস্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীব লোক। আর জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা'- সহীহুল বুখারী ৩২৪১, ৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬; মুসলিম ২৭৩৮; তিরমিযী ২৬০৩; আহমাদ ১৯৩১৫, ১৯৪২৫, ১৯৪৮০। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ রাজত্বকাল) মুসলমান পিতা-মাতার সন্তান হওয়া সত্বেও হিন্দু, ইসলাম, জৈন ধর্ম এবং পারসি ধর্ম সমন্বয়ে দীন-ই-এলাহি (Din-i Ilahi) নামে একটি নতুন নিরপেক্ষ ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে পুনরায় সকল ধর্মের সমন্বয়ে দীন-ই-এলাহি প্রতিষ্ঠা করা। তাই রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহ বিধান বিশিষ্ট ইসলাম বলবত রাখার জন্য প্রয়োজন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে।

আল্লাহ্ আ'আলা এবং রসূল (স), কুরআন এবং সহীহ হাদিস, বিশ্বাস এবং ভয়, নেক আমল (মু'মিন) এবং ঈমান, প্রকৃত দ্বীন এবং প্রচলিত দ্বীন সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম পালন না করে মুসলমান না হয়ে কেহ মৃত্যু বরন করো না। অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদ আরবি ভাষার নির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশক 'আল' এবং 'ইলাহ' এই দুইটি শব্দের সংক্ষিপ্ত

রূপের সমন্বয়ে আল্লাহ্ শব্দটি উদ্ভূত বলে মনে করেন। সূরা আল ইখলাস এবং সূরা আল-বাকারা-এর আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর সমন্ধে বর্ণিত হয়েছে। 'বলুন, তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ্' বলেই ডাক বা 'রহমান' বলেই ডাক; যে নামেই ডাক, সুন্দর নাম তো একমাত্র তাঁরই'- সূরা ইসরাঈল ১১০। সহীহ হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ্র ৯৯টি সুন্দর নাম আছে। একাধিক সূরায় এসেছে, 'আল্লাহর নামের মহিমা বর্ণনা কর'। তবে গড, লড, খোদা নাম ইত্যাদি কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পর্ক নাই। 'হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, সঠিক কথা বল'- সূরা আহযা-ব ৭০। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে জানার প্রথম উৎস হলো কুরআন। যেমন রসূল (স) সম্পর্কে তাঁর জীবনসঙ্গী আয়েশা (রা)-এর নিকট জানতে চাওয়ার পর তিনি বলেছেন,'কুরআনীই তাঁর চরিত্র'। কুরআন ওয়াহীয়ে মাতলূ এবং সহীহ হাদিস গায়র মাতলূ যা রসূল (স) এর উপর নাযিল হয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াতে রসূল (স) সম্পর্কে তথ্য রয়েছে এবং সূরা মুহাম্মদ নামে একটি সূরা রয়েছে। দু'টি আয়াত পুনরায় উল্লেখ করা হলো, 'আমি একথা বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি; যা আমার প্রতি নাযিল হয়' -সূরা আন-আম ৫০। 'যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার অনুকরণ কর'-সূরা আলে ইমরান ৩১। 'তারা আল্লাহ্র দল। জেনে রেখ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই সফলকাম'- সূরা মুজা-দালাহ ২২। অর্থাৎ রসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর দল করে সফলকাম হয়েছেন। পরবর্তীতে মুসলমানগণ ইসলামে শিয়া, সুন্নাহ বা হাদিস এর উপরে এমনকি তরিকা নামে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। 'আর তোমরা সবাই একত্রে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না'- সূরা আলে ইমরান ১০৩। রসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধরে ইসলাম পালন ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্র দল, আল্লাহ্র রজ্জু, আল্লাহর সৃষ্ট তরিকাকে রসূল (স) এর দল, রজ্জু ও তরিকায় পরিণত করা হয়েছে। এসব দলের ব্যাখ্যা হলো, সুন্নাত তরিকায় ফরজ আদায় করা। অথচ আল্লাহ্ বলছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও ফেরেশতারা নবীর উপর দুরূদ প্রেরণ করে, হে ঈমানদাররা! তোমরার তার প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক'-সূরা আহযা-ব ৫৬।

'এটা এমন সে কিতাব (কুরআন) যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ঐ মুত্তাকীদের জন্য'- সূরা বাক্বারাহ ২। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। 'মহাশক্তি জিবরাঈল (আ) তাকে শিক্ষা দেয়'- সূরা নাজ্ম ৫। 'এ কুরআন আমার প্রতি নাযিল হয়েছে যেন তা তোমাদেরকে ও যার কাছে পৌঁছে তাকে সাবধান করি'-সূরা আন- আম ১৯। 'যে আল্লাহ্কে ভয় করবে, কুরআন দিয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করুন'- সূরা ক্ব-ফ্ ৪৫। আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব অবর্তীণ করেছি, যা পূর্বেও কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক। আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব দ্বারা আপনি ফায়সালা করবেন'-সূরা মা-য়িদাহ্ ৪৮। ঈমানের পাঁচটি স্তম্ভ বিশ্বাস এবং আল্লাহকে ভয় করা। 'হে রব! যা নাযিল করেছেন তা বিশ্বাস করি; রসূল (স) এর কথা মানি; সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যাতদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করুন'- সূরা আল-ইমরান ৫৩। 'ম'মিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, তারা তাদের রবের উপর নির্ভর করে'- সূরা আনফাল ২। 'আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল, তিনিই তো অন্তর্যামী'- সূরা মুল্ক্ ১৩। সুতরাং কুরআন এবং সহীহ হাদিস সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম এবং উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ তা প্রমান করে। অতএব প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান কুরআন এবং সহীহ হাদীসের উপর আমল করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর্জন করা যায়। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং দরুদ ও সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। অতঃপর যিনি আমারদেরকে তাওফীক দিয়েছেন তার দ্বীনের জন্য ক্ষুদ্র এই কাজ আপনাদের এবং আমাদের সকলকে যার যার অবস্থান থেকে অংশগ্রহণ করার।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য

০১. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (২০০৭). বাংলা তাফসীর খুর'আনুল কারীম। তৃতীয় সয়স্করণ, দারুস সালাম, রিয়াদ। quraneralo.com/quran/Quran_Arabic+Bangla_Translation.pdf

০২. আমির জামান ও নাজমা জামান (২০১৫). One Hadith a Day. সহীহ বুখারী থেকে ৩৬৫ হাদীস ও শিক্ষা। Institute of Family Development, Canada.

০৩. মুরাদ গাজী খান (২০১৬). ইসলামের হারানো ইতিহাসঃ গ্রানাদা- স্পেনের সর্বশেষ মুসলিম সাম্রাজ্য। lostislamichistorybangla.wordpress.com/2016/12/10 স্পেন-গ্রানাদান-পতন/

০৪. ইসলাম এম এস (২০২৫). স্পানিশ মুসলিমদের ইতিবৃত্তঃ প্রাক-মুসলিম স্পেন। archive.roar.media/bangla/main/history/history-of-the-spanish-muslims-and-pre-muslim-spain

০৫. Ahmed N (1995). History of Islam. historyofislam.com/contents/chronology/chronology/

০৬. উইকিপিডিয়া (২০২৫). ইসলামের ইতিহাস। bn.wikipedia.org/wiki/ইসলাম_ইতিহাস

০৭. Ahmed C (2025). Timeline of islamic dynasties. scribd.com/document/472815663/Timeline-of-Islamic-Dynasties

০৮. Hicks et al. (2011). Violent deaths of Iraqi civilians, 2003-2008: analysis by perpetrator, weapons, time and location. PLoS Med. 15;8(2): e1000415

০৯. BBC (2013). Iraq study estimates war-related deaths at 4,61,000. Bbc.com/news /world-middleeast-24547256

১০. Wikipedia (2025). Legality of the Iraq War. En.wikiledia.org/wiki/Legality_of_theIraq_War

১১. Kucinich D (2011). The US must end its illegal war in Libya now. Theguardian.com/commontisfree/cifamerica/2011/jul/06/Libya-nato1

১২. Wikipedia (2025). 2011 military intervention in Libya. en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention _in_Libya
১৩.Wikipedia (2025). U.S. intervention in Libya (2015-2019). en.wikipedia.org/wiki/U.S._intervention_in_Libya_(2015-2019)
১৪. Williams RT (2011). Dangerous precedent: America's illegal war in Afghanistan. University of Pennsylvania Journal of International Law 33 (2): 563
১৫. Weigand F (2022). Why did the Taliban win (again) in Afghanistan? LSE Public Policy Review 21(3): Article 5.
১৬. Anon (20225). Israel-Palestine conflict. cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeil-palestine-conflict
১৭. Wikipedia (2025). Casualties of the Gaza war. en.wikipedia.org/wiki/casualties_of_the_Gaza_ war#
১৮. Wikipedia (2025). Human rights violations against Palestinians by Israel. en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_ violations_against_Palestinians_by_Israel
১৯. নামবিহীন (২০২৫). হাদীস-এর পরিচয়-ইউনিট ৫। পৃষ্ঠা ১১১-১৩৯ ।ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2807/Unit-05.pdf
২০. উইকিপিডিয়া (২০২৫). মাযহাব, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে। bn,wikipedia.org/wiki/মাযহাব
২১. উইকিপিডিয়া (২০২৫). বাংলাদেশে ইসলাম। bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ-ইসলাম।
২২. উইকিপিডিয়া (২০২৫). মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি। bn.wikipedia.org/wiki/মুহাম্মাদ-বখতিয়ার-খলজি
২৩. Wikipedia (2025). Muslim period in the Indian subcontinent. en.wikipedia.org/wiki/Muslim_period_in_the_ Indian_subcontinent
২৪. Eshan MF (২০২০). দ্বীন-ই-ইলাহি: সম্রাট আকবর যে ধর্মের প্রবর্তক। archive.roar.media/bangla/main/history/din-i-a-religion-by-akbar
২৫. Belkacem B (2007-8). The impact of British rule on the Indian Muslim community in the nineteenth century. ES 28 (2007-8): 27-46
২৬. Onlyias (2024). Muslim socio-religious reform movements and colonial India. pwonlyias.com/udaan/muslim-socio-religious-reform-movements-colonial-india/
২৭. Wikipedia (2025). List of riots in India. En.wikipedia.org/wiki/list_of_riots_in_india
২৮. আহমদীয়া বাংলা (২০২৫). আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাংলা ওয়েবসাইটের ভূবন। ahmadiyyabangla.org
২৯. বিবিস (২০২৩). আহমদিয়া জামাতের উৎপত্তি হয়েছিল কীভাবে, কেন তাদের ঘিরে বিরোধ? bbc.com/bengali/articles/c72z0jvllq4o
৩০. আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (১৯৫৮). কাদিয়ানী সম্প্রদায় তত্ত্ব ও ইতিহাস। ভাষা আরবি (বাংলা সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭।
৩১. Wikipedia (2025). List of Ahmadiyya buildings and structures. en.wikipedia.org/wili.List_of_Ahmadiyya_ buildings_and_structures
৩২. মোহাম্মদ জওহার খান (২০২৩). কাদিয়ানী: মতবাদ ও ইতিহাস। বাংলা জাতীয় মাসিক পরওয়ানা। ২৭ মে, ২০২৩।
৩৩. উইকিপিডিয়া (২০২৫). তাবলিগ জামাত। bn.wikipedia.org/wiki/তাবলিগ-জামাত#
৩৪. উইকিপিডিয়া (২০২৫). তাবলিগ জামাত। en.wikipedia.org/wiki/Tablighi_Jamaat
৩৫. উইকিপিডিয়া (২০২৪). মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, কলকাতা। bn.wikipedia.org/wiki/ মাদ্রসা-ই-আলিয়া-কলকাতা
৩৬. Akhtar K (2021). History and present status of madrasa education in India. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research 8 (10): 790-793
৩৭. উইকিপিডিয়া (২০২৫). দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস। bn.wikipedia.org/wiki/দারুল-উলুম-দেওবন্দের-ইতিহাস
৩৮. Wikipedia (2025). Deobandi movement. en.wikipedia.org/wiki/Deobandi_movement
৩৯. নামবিহীন (২০২৫). বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস: পরিচিতি ও ইতিহাস। jamaiyat.org.bd/poriciti-itihas
৪০. উইকিপিডিয়া (২০২৫). বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। bnwikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ-জামায়াতে-ইসলামী
৪১. কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (২০১৬). আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা;আতের পরিচয়।
৪২. Wafilife (২০২৫). আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। wafilife.com/ahle-sunnat-wal-jamaat/dp/191466
৪৩. মা. মু. হেমায়েত উদ্দীন (২০১১). আহকামে যিন্দেগী। চতুর্থ সংকরণ। মাকতাবাতুল আবরার। বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ৮৭।
৪৪. Arora A (2025). List of prime ministers of Bangladesh from 1971 to 2024. current affairs.adda247.com/list-of-prime-ministers-of-bangladesh/
৪৫. Sharma K (2024). List of Bangladesh prime ministers (1971-2024). Jagrajosh.com/general-knowledge/list-of-prime-ministers-of-bangladesh-17228556269-1
৪৬. Wohab A (2023). Secularism and Islam in Bangladesh 50 Years after Independence. 1st edn., Routledge South Asian Religion Series.
৪৭. Rabbani MM (2025). 2013 Shapla chattar massacre: Hefazat publishes list of 93 victims. dhakatribune.com/Bangladesh/380404/hefazat-publishes-list-of-93-allegedly-killed-at
৪৮. Keaten J (2025). UN rights office estimates up to 1,400 killed in crackdown on protects in Bangladesh. apnews.com/article/bangladesh-human-rights-hasina-yunus-volker-turk-united-nations-951dc40f60d6a798eb5af5ed1d11bbad

৪৯. Wikipedia (2025). Khuda. en.wikipedia.org/wiki/khuda
৫০. আব্দুল কাদের মুহাম্মদ শাহ নেওয়াজ (২০২০). ইসলামে যেভাবে নারীদের পর্দা পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যুগান্তর ২৮ জানুয়ারি ২০২০।
৫১. মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজী (২০২১). কুরআন ও হাদীসের আলোকে মেয়েদের পর্দার হুকুম। মাসিক আদর্শ নারী।
৫২. উইকিপিডিয়া (২০২৪). ইসলামি সম্প্রদায় ও শাখা। উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে। bn.wikipedia.org/wiki/ইসলামি-সম্প্রদায়-ও-শাখা
৫৩. ডা. জাকির নায়েক (২০২১). ইসলামে নারীর অধিকার সেকেলে নাকি আধুনিক। পৃষ্ঠা ২৭৯-৩০৮। ia601609.us.archive.org/35/items/QuranAndBibleinTheLightOfScience/women%20right%20-%20bangla.pdf